الخطبة الخامسة والعشرون فى ذم البخل وحب المال

খোৎবা—২৫

কৃপণতা ও মালের মহব্বতের নিন্দা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُسْتَوْجِبِ الْحَمْدِ بِرِزْقِهِ الْمَبْسُوْطِ - كَاشِفِ الضُّرِّ بَعْدَ الْقُنُوْطِ - (٢) اَلَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ - وَوَسَّعَ الرِّزْقَ - (٣) وَاَفَاضَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ اَصْنَافَ الْاَمْوَالِ - (٤) وَابْتَلَاهُمْ فِيْهَا بِتَقْلِيْبِ الْاَحْوَالِ - (٥) كُلُّ ذٰلِكَ لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا - (٦) وَيَنْظُرَ اَيُّهُمْ اٰثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ بَدَلًا - (٧) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ نَسَخَ بِمِلَّتِهِ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি প্রচুর পরিমাণে রিয্‌ক প্রদান হেতু প্রশংসার উপযুক্ত এবং নিরাশ হওয়ার পরও যিনি বিপদ দূর করেন। (২) যিনি সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রিয্‌ক ছড়াইয়া দিয়াছেন। (৩) এবং যিনি জগতের বুকে বিভিন্নরূপ ধন-দৌলত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। (৪) যিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া বান্দাদিগকে আযমায়েশের সম্মুখীন করিয়াছেন। (৫) উহা দ্বারা তিনি বান্দাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন যে, কে তাহাদের মধ্যে নেক আমল করে। (৬) আর দেখিতে চাহেন যে, কে আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। (৭) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি স্বীয় ধর্ম দ্বারা

مِلَلاً - وَطَوٰى بِشَرِيْعَتِهٖ اَدْيَانًا وَّنِحَلاً - (৮) صَلَّى اللّٰهُ

অন্যান্য ধর্ম রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ শরীয়ত দ্বারা অন্যান্য মাযহাবগুলিকে ঢাকিয়া দিয়াছেন। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَلَكُوْا سُبُلَ رَبِّهِمْ ذُلُلاً - وَسَلَّمَ

ছাহাবীগণের উপর রহমত নাযিল করুন যাঁহারা অবনত শিরে আল্লাহ্‌র পথে চলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৯) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

উপর। (৯) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: হে

اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - وَمَنْ

ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র

يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (১০) وَقَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ

যিক্‌র হইতে গাফেল না করে। যাহারা ঐরূপ করিবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (১০) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন: ঐ সমস্ত লোক যাহারা নিজেও

يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ

কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতা করিতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন রাখে, (আল্লাহ্

مِنْ فَضْلِهٖ - (১১) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন না)। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ - وَهَلْ لَّكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِلَّا مَآ اَكَلْتَ

করেন: আদম-সন্তানগণ আমার মাল আমার মাল বলিয়া দাবী করে। কিন্তু হে আদম-সন্তানগণ! বাস্তবিকপক্ষে তোমার বলিতে তো শুধু এতটুকু

فَأَفْنَيْتَ - أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ - أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ -

যাহা তুমি উদরে পুরিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছ। অথবা যাহা পরিধান করিয়া জীর্ণ করিয়া দিয়াছ। কিংবা যাহা সৎপথে ছদ্‌কা করিয়াছ।

(١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ

(১২) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেনঃ তোমরা কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ, কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে ধ্বংস করিয়া

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ

দিয়াছে। (১৩) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেনঃ ধোকাবাজ, বখীল এবং

الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلَا بَخِيْلٌ وَّلَا مَنَّانٌ - (١٤) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

উপকার করিয়া খোটা প্রদানকারীরা কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ হে আদম-সন্তান! তোমার

وَالسَّلَامُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاَنْ تُمْسِكَهٗ

প্রয়োজনের অধিক মাল (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করা তোমার পক্ষে খুবই

شَرٌّ لَّكَ - وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَّابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (١٥) وَاعْلَمُوْا

ভাল আর উহা জমা করা অতি অন্যায় তবে আবশ্যক পরিমাণ সঞ্চয় দুষণীয় নহে। আর সর্বপ্রথম তোমার পরিবার পরিজন্ হইতে দান কার্য আরম্ভ কর। (১৫) আর জানিয়া

اَنَّ هٰذَا اِذَا كَانَ الْكَسْبُ اَوِ الْاِمْسَاكُ لِغَيْرِ الدِّيْنِ - (١٦) فَاَمَّا

রাখ, ধন-দৌলত অর্জন করা কিংবা উহা জমা করিয়া রাখা সম্পর্কে তিরস্কার বাণী তখনই বর্তিবে যখন উহা ধর্মের জন্য না হয়। (১৬) হাঁ, ধর্মের জন্য

(১৩) মোসলেম। (১৪) মোসলেম। (১৫) তিরমিযী। (১৬) মোসলেম।

لِلدِّيْنِ - فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا

হইলে উহাতে দোষ নাই, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমার প্রভু ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা (এতীম বালকদ্বয়) যৌবন সীমায় গিয়া পৌঁছে এবং

اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - (١٧) وَقَالَ

তাহাদের গুপ্ত ধন বাহির করিয়া লয়। ইহা তোমার প্রভুর তরফ হইতে তাহাদের প্রতি (অশেষ) করুণা বটে। (১৭) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يَنْفَعُ فِيْهِ

এমন এক সময় আসিবে যখন দীনার ও দেরহাম ব্যতীত অন্য কিছুই মানুষের

اِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ - (١٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

কাজে আসিবে না। (১৮) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ যে-ব্যক্তি

لَا بَاْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ - (١٩) وَقَالَ سُفْيَانُ

আল্লাহ্ তাআ'লাকে ভয় করে ধনবান হওয়ায় তাহার দোষ নাই। (১৯) হযরত

الثَّوْرِيُّ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسٌ

সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলিয়াছেন ঃ প্রাচীনকালে ধন-দৌলত অপছন্দনীয় ছিল।

الْمُؤْمِنِ - (٢٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢١) وَاَنْفِقُوْا

কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা মু'মিনের জন্য ঢাল স্বরূপ। (২০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। (২১) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ)

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ط

তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিও এবং নিজ হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

দিও না। নেককাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নেককারদিগকে ভালবাসেন।

(১৭) আহ্মদ। (১৮) আহ্মদ। (১৯) শরহে সুন্নাহ।

الخطبة السّادسة والعشرون فى ذمّ حُبّ الجاه والرّياء

খোৎবা—২৬

সম্মান-লালসা ও রিয়ার নিন্দা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَّامِ الْغُيُوْبِ - اَلْمُطَّلِعِ عَلٰى سَرَائِرِ الْقُلُوْبِ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত যিনি সকল অদৃশ্য বিষয়ে পূর্ণরূপে অবহিত এবং অন্তর্নিহিত রহস্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।

(٢) اَلَّذِىْ لَايَقْبَلُ مِنَ الْاَعْمَالِ اِلَّا مَاكَمُلَ وَوَفٰى - وَخَلَصَ

(২) তিনি শুধু ঐ সমস্ত আমলই কবূল করিয়া থাকেন যাহা রিয়ার গন্ধ

عَنْ شَوَائِبِ الرِّيَاءِ وَالشِّرْكِ وَصَفٰى - (٣) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

হইতে মুক্ত এবং শির্ক হইতে পবিত্র। (৩) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্

اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মদ (দঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ زَكَّانَا عَنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ - (٤) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, তিনি আমাদিগকে শির্কের কলুষতা হইতে পবিত্র করিয়াছেন। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُبَرَّئِيْنَ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالْاِفْكِ -

উপর রহমত বর্ষণ করুন যাঁহারা খেয়ানত ও মিথ্যা অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (٥) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الرِّيَاءَ سَوَاءٌ كَانَ

ছিলেন। অশেষ শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৫) অতঃপর (জানা

فِى الْعَادَاتِ اَوْ فِى الطَّاعَاتِ مِنْ اَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ - (৬) فَقَدْ قَالَ

আবশ্যক) রিয়া স্বাভাবিক কাজ-কর্মেই হউক অথবা এবাদতেই হউক, বড়ই

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا

মারাত্মক। (৬) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি এই জগতে লোক দেখানো পোষাক পরিবে আল্লাহ্ তাহাকে ক্বিয়ামত দিবসে অপমানজনক পোষাক

اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

পরাইবেন। (৭) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ মানুষের মন্দের জন্য ইহাই

وَالسَّلَامُ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يُّشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِىْ

যথেষ্ট যে, দ্বীন বা দুনিয়ার কাজে লোক তাহার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে।

دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

হাঁ, তবে আল্লাহ্ পাক যাহাকে উহা হইতে রক্ষা করেন (সে-ই উহা হইতে রক্ষা পাইতে পারে)। (৮) রাসূলে পাক (দঃ) বলেন ঃ দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে

وَالسَّلَامُ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ

যদি এক পাল বকরীর মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে উহা তাহাদের জন্য

الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

ততটুকু ক্ষতিকর নহে যতটুকু মানুষের অর্থ ও সম্মান-লালসা তাহার দ্বীনের ক্ষতিকর। (৯) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গুপ্ত ও অপ্রসিদ্ধ

وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ -

নেককার পরহেযগারদিগকে ভালবাসেন যাঁহাদের অনুপস্থিতিতে কেহ তাহাদের

(৭) আহ্‌মদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা। (৮) বায়হাকী, তিরমিযী, দারেমী।
(৯) ইবনে মাজা।

اَلَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا

সন্ধান লয় না। আর উপস্থিতিতেও কেহ তাঁহাদিগকে ডাকে না এবং ঘনিষ্টতা

وَلَمْ يُقَرَّبُوْا - (١٠) قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ

স্থাপন করে না। (১০) তাঁহাদের অন্তর হেদায়তের প্রদীপস্বরূপ। তাঁহারা অন্ধকারময় যমীন হইতে বাহির হইয়া আসেন। (অর্থাৎ তাহারা অবিখ্যাত

غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ - (١١) هٰذَا كُلُّهٗ اِذَا قَصَدَ الْمُرَاءَةَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ

দরিদ্র সমাজ হইতে সৃষ্ট বা উৎপন্ন।) (১১) রিয়া ঘৃণ্য তখনই যখন উহা পার্থিব

اَمَّا اِذَا لَمْ يَقْصِدْهَا فَلَا يُذَمُّ - (١٢) وَقَدْ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ

স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে হয়। হাঁ, যদি এই উদ্দেশ্য না থাকে, তবে উহা নিন্দনীয় নহে। (১২) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করা হইল,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ

(ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) এরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে নেক আমল

وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ -

করে এবং তজ্জন্য মানুষ তাহার প্রশংসাও করে? অন্য এক রেওয়ায়তে "মানুষ তাহাকে ভালবাসে" বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি ফরমাইলেন ঃ ইহা

قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ - (١٣) وَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ

মু'মিন বান্দার জন্য প্রত্যক্ষ সুসংবাদ। (১৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَيْنَا اَنَا فِىْ بَيْتِىْ فِىْ مُصَلَّاىَ اِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ -

রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক সময় আমি আমার ঘরে নামাযের বিছানায় বসিয়াছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি

فَاَعْجَبَنِى الْحَالُ الَّتِىْ رَاٰنِىْ عَلَيْهَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তখন আমার কাছে ঐ অবস্থাটি—যে অবস্থায় আমাকে সে দেখিয়াছে—খুব ভাল বলিয়া মনে হইল। হুযুর (দঃ) ফরমাইলেন ঃ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ اَجْرَانِ

হে আবু হোরায়রা (রাঃ)! আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি দুইটি

اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلَانِيَةِ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছ। একটি গোপনীয়তা অবলম্বনের জন্য অন্যটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

الرَّجِيْمِ - (١٥) تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ

চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) সেই আখেরাতের ঘর আমি

عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

তাহাদিগকেই প্রদান করিব যাহারা পৃথিবীতে উচ্চ গৌরব ও ফেৎনা-ফাসাদ চায় না। আর সুপরিণাম একমাত্র পরহেযগারদের জন্যই।

الخطبة السَّابعة وَالعشرون فى ذمّ الكبر والعُجب

খোৎবা—২৭

অহঙ্কার ও আত্মগর্বের নিন্দা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তাআ'লার জন্য যিনি সৃজনকারী সঠিক স্রষ্টা, সুন্দর ছাঁচে প্রস্তুতকারী, মহা প্রতাপশালী—সর্বশক্তিমান,

الْمُتَكَبِّرُ الْعَلِيُّ الَّذِىْ لَا يَضَعُهٗ عَنْ مَّجْدِهٖ وَاضِعٌ - (২) اَلْجَبَّارُ

আত্ম-গর্বী ও উচ্চ মর্যাদাশীল। কেহ তাঁহাকে তাঁহার মর্যাদা হইতে খাট করিতে

الَّذِىْ كُلُّ جَبَّارٍ لَّهٗ ذَلِيْلٌ خَاضِعٌ - (৩) كَسَرَ ظُهُوْرَ الْاَكَاسِرَةِ

পারে না। (২) তিনি এত পরাক্রমশালী যে, সকল শক্তিশালীই তাঁহার সম্মুখে তুচ্ছ ও হেয়। (৩) তাঁহার ইজ্জত ও উচ্চ মর্যাদা পারস্য সম্রাটদেরও

عِزَّهٗ وَعَلَاءَهٗ - (৪) وَقَصَرَ اَيْدِىَ الْقَيَاصِرَةِ عَظْمَتُهٗ وَكِبْرِيَائُهٗ -

মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। (৪) তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ব রোম সম্রাটদের

(৫) فَالْعَظْمَةُ اِزَارُهٗ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاءُهٗ - (৬) وَمَنْ نَّازَعَهٗ فِيْهِمَا

শক্তিও খর্ব করিয়া দিয়াছে। (৫) সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার ভূষণ ও গর্ব তাঁহার চাদর। (৬) যে ব্যক্তি উহা লইয়া টানা-হেঁচড়া করিবে, তিনি তাহাকে এমন

قَصَمَهٗ بِدَاءٍ اَعْجَزَهٗ دَوَاءُهٗ - جَلَّ جَلَالُهٗ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَاءُهٗ -

ব্যাধিতে আক্রান্ত করিয়া ধ্বংস করিবেন যাহার চিকিৎসা অসম্ভব। উচ্চ

(৭) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৮) وَاَشْهَدُ

তাঁহার মহিমা, পবিত্র তাঁহার নাম। (৭) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (৯) الَّذِىْ اُنْزِلَ

নাই। (৮) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের মহান নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল (৯) যাঁহার উপর এমন

عَلَيْهِ النُّوْرُ الْمُنْتَشِرُ ضِيَاءُهٗ - حَتّٰى اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهٖ اَكْنَافُ

নূর অবতীর্ণ হইয়াছে যাঁহার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে এবং

الْعَالَمِ وَ اَرْجَاءِهٖ - (١٠) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ

উক্ত আলোকে পৃথিবীর প্রতিটি দিক্ ও প্রান্ত সমুদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। (১০) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের প্রতি

الَّذِيْنَ هُمْ اَحِبَّاءُ اللّٰهِ وَ اَوْلِيَاءُهٗ - وَخِيَرَتُهٗ وَ اَصْفِيَاءُهٗ -

অশেষ রহমত বর্ষণ করুন, যাঁহারা আল্লাহ্‌র দোস্ত, প্রিয়, পছন্দনীয় এবং

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (١١) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْكِبْرَ وَ الْعُجْبَ

খাঁটি বন্ধু হইয়াছিলেন, অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (১১) অতঃপর (জানা আবশ্যক) অহঙ্কার ও আত্মগর্ব দুইটি মারাত্মক ব্যাধি

دَاءَانِ مُهْلِكَانِ - عِنْدَ اللّٰهِ مَمْقُوْتَانِ بَغِيْضَانِ - وَالْمُتَكَبِّرُ

যাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণেয় ও ক্রোধের বস্তু। অহঙ্কারী ও

وَالْمُعْجَبُ سَقِيْمَانِ مَرِيْضَانِ - (١٢) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهٗ

আত্মগর্বী ব্যক্তি রোগাক্লিষ্ট ও ব্যাধিগ্রস্ত। (১২) আল্লাহ্ তা'আলা এর্‌শাদ

لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ - (١٣) وَقَالَ تَعَالٰى اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ

করেন ঃ নিশ্চয়ই, তিনি অহঙ্কারীদিগকে ভালবাসেন না। (১৩) তিনি আরও

كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا - (١٤) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

এর্‌শাদ করেন ঃ (হোনায়েন যুদ্ধে) সংখ্যাধিক্যতা তোমাদিগকে আত্মগর্বে লিপ্ত করিয়াছিল' কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই। (১৪) রাসূলে

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ

করীম (দঃ) এর্‌শাদ করেন ঃ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য নম্রতা অবলম্বন করে

(১৪) বায়হাকী।

اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ - وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ

সে নিজের কাছে ক্ষুদ্র, কিন্তু মানুষের চোখে মহান। আর যে দর্পভরে চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে হেয় করিয়া দেন; সুতরাং সে মানুষের চোখে

النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ

ছোট, কিন্তু নিজের কাছে বড়, এমন কি সে মানুষের নিকট কুকুর, শূকর

كَلْبٍ وَّخِنْزِيْرٍ - (١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَمَّا الْمُهْلِكَاتُ

অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। (১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

فَهَوًى مُّتَّبَعٌ وَّشُحٌّ مُّطَاعٌ - وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّ

মারাত্মক বিষয়গুলি হইল—কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভের বশবর্তী হওয়া,

هُنَّ - (١٦) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ

আত্ম-গৌরব করা, আর ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর। (১৬) রাসূলে পাক (দঃ) বর্ণনা করেন, যাহার অন্তরে এক অণু পরিমাণ অহঙ্কারও বিদ্যমান

فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ - (١٧) فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ

থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। (১৭) এক ব্যক্তি আরয করিল ঃ

يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَّنَعْلُهٗ حَسَنًا - قَالَ اِنَّ اللّٰهَ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষ সুন্দর কাপড় ও জুতা ভালবাসে। রাসূল (দঃ)

جَمِيْلٌ يُّحِبُّ الْجَمَالَ - اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ -

বলিলেন ঃ আল্লাহ্ পাক নিজেও সুন্দর, তাই সৌন্দর্যই তিনি পছন্দ করেন। সত্য হইতে ঘাড় মোড়াইয়া থাকা ও মানুষকে হেয় মনে করার নামই

(১৫) বায়হাকী। (১৬) মোসলেম। (১৭) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

(১৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَتّٰى اِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُّطَاعًا

"অহংকার"। (১৮) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ এমন কি, যখন তুমি

وَهَوًى مُّتَّبَعًا وَّدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَّاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَأْيِهٖ

দেখিবে, মানুষ লোভের বশবর্তী হইতেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেছে, আর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতেছে, প্রত্যেক জ্ঞানী নিজ জ্ঞানের অভিমান

- اَلْحَدِيْثَ - (১৯) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

করিতেছে (তখন অন্যের চিন্তা ছাড়িয়া নিজকে সংশোধন করিবে।) (১৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি।

(২০) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ০

(২০) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ) আসমান ও জমিনের বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি মহা প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।

الخطبة الثامنة والعشرون فى ذم الغرور

খোৎবা—২৮

ধোকার নিন্দাবাদ সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُخْرِجِ اَوْلِيَائِهٖ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত—যিনি তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকজ্জল পথে আনয়ন করেন এবং যিনি

مُوْرِدِ اَعْدَائِهٖ وَرَطَاتِ الْغُرُوْرِ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

তাঁহার (কাফের) শত্রুদিগকে আত্ম-প্রতারণার ধ্বংস-কূপে নিক্ষেপ করেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ

اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُخْرِجُ لِلْخَلَائِقِ مِنَ الدَّيْجُوْرِ - (৩) صَلَّى

যে, আমাদের সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল—যিনি বিশ্ব-মানবকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়াছেন। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ لَمْ تَغُرَّهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণ—যাঁহাদিগকে পার্থিব যিন্দেগী

وَلَمْ يَغُرَّهُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ - صَلَاةً تَتَوَالٰى عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ -

কখনও ধোকায় ফেলিতে পারে নাই, কিংবা আল্লাহ্ সম্পর্কেও কোন ধোকাবাজ ধোকা দিতে পারে নাই—তাঁহাদের উপর অনন্তকাল মুহূর্তের পর মুহূর্ত মাসের পর

وَمَكَرِّ السَّاعَاتِ وَالشُّهُوْرِ - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَمِفْتَاحُ السَّعَادَةِ

মাস অবিরত রহ্‌মত বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (জানিয়া রাখুন)

اَلتَّيَقُّظُ وَالْفِطْنَةُ - وَمَنْبَعُ الشَّقَاوَةِ الْغُرُوْرُ وَالْغَفْلَةُ -

সজাগ ও সচেতন থাকাই সৌভাগ্যের চাবি-কাঠি। আর ধোকায় পতিত

(৫) فَالْاَكْيَاسُ هُمُ الَّذِيْنَ انْشَرَحَتْ صُدُوْرُهُمْ لِلْاِقْتِدَاءِ

হওয়া ও উদাসীন থাকাই দুর্ভাগ্যের মূল। (৫) সুতরাং তাহারাই বুদ্ধিমান

بِدَلَائِلِ الْاِهْتِدَاءِ - (৬) وَالْمَغْرُوْرُ هُوَ الَّذِيْ ضَاقَ صَدْرُهٗ عَنِ

যাহাদের অন্তর হেদায়তের পথ অনুকরণের জন্য প্রসারিত। (৬) আর সেই প্রতা-

الْهُدٰى بِاتِّبَاعِ الْهَوٰى - (৭) فَلَمْ يَنْفَتِحْ بَصِيْرَتُهٗ لِيَكُوْنَ

রিত যাহার অন্তর কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া হেদায়তের পথ হইতে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। (৭) সুতরাং তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি আর খোলে নাই-যাহা দ্বারা সে

بِهِدَايَةِ نَفْسِهٖ كَفِيْلًا - (৮) وَبَقِىَ فِى الْعَمٰى فَاتَّخَذَ النَّفْسَ

নিজের হেদায়তের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিতে পারিত। (৮) সে অন্ধত্বের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, সে প্রবৃত্তিকে তাহার চালক ও শয়তানকে

قَائِدَهٗ وَالشَّيْطَانَ دَلِيْلًا - (৯) وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ

তাহার পথ-প্রদর্শক হিসাবে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছে। (৯) আর যে

فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا - (১০) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى

ইহকালে অন্ধ থাকিবে পরকালেও সে অন্ধ এবং পথহারা হইয়া উঠিবে। (১০) আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে এরশাদ করেন: পার্থিব যিন্দেগী যেন

فِيْهِ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ -

তোমাদিগকে ধোকা দিতে না পারে, আর আল্লাহ্ সম্পর্কেও যেন ঐ ভীষণ ধোকাবাজ (শয়তান) তোমাদিগকে ধোকা দিতে না পারে।

(১১) وَقَالَ تَعَالٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

(১১) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন: অধিকন্তু তোমরা (মুনাফেকরা) নিজদিগকে গোমরাহীতে ফেলিয়া রাখিয়াছিলে এবং তোমরা অপেক্ষা করিতেছিলে.

وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ -

আর অহেতুক আশা তোমাদিগকে ধোকায় পতিত রাখিয়াছিল। অনন্তর আল্লাহ্‌র হুকুম (মৃত্যু) আসিয়া পৌঁছিল এবং ধোকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ্

(১২) وَقَالَ تَعَالٰى وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ

সম্পর্কে ধোকায় ফেলিয়া রাখিল। (১২) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন: তাহাদের মধ্যে কতক (ইয়াহুদী) নিরক্ষর লোক যাহারা কিতাব (তওরাত)

اَمَانِىَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ - (১৩) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

সম্পর্কে দুরাশা ব্যতীত কিছুই জানে না, তাহাদের নিকট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নাই। (১৩) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ **বুদ্ধিমান** ঐ ব্যক্তি, যে

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ -

নিজ প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া পরজগতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে।

وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ - (১৪) وَقَالَ

আর নাদান ঐ ব্যক্তি যে নিজকে প্রবৃত্তির পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়া (বিনা তওবায়) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বসিয়া আছে। (১৪) রাসূলে খোদা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا

(দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ ঈমানদার হইতে পারে না,

لِّمَا جِئْتُ بِهٖ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّهٗ سَيَخْرُجُ

যতক্ষণ তাহার প্রবৃত্তি আমার আনীত ধর্মের অনুসারী না হয়। (১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি

فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى

সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে যাহাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি এরূপভাবে প্রবেশ করিবে যেমন পাগলা কুকুর দংশন করিলে উহার বিষ দংশিত ব্যক্তির (সমস্ত দেহের) মধ্যে

اَلْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ - لَا يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلَا مَفْصَلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ -

বিস্তার লাভ করে। (এমন কি) তাহার একটি শিরা ও একটি জোড়ায়ও

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ

উহা প্রবেশ করিতে বাকী থাকে না। (১৬) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

(১৩) তিরমিযী, ইবনে মাজা, (১৪) শরহে সুন্নাহ, (১৫) আহ্‌মদ, আবুদাউদ, (১৬) তিরমিযী, (১৭) মোসলেম।

فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ- (١٧) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

যে-ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফের মনগড়া অর্থ (ব্যাখ্যা) করিবে, সে যেন দোযখই তাহার স্থান বলিয়া ধরিয়া লয়। (১৭) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও

شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (١٨) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

ফরমাইয়াছেন ঃ ইসলামে সর্বাধিক নিকৃষ্ট কাজ বেদআত। আর প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহী। (১৮) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- (١٩) اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى

চাহিতেছি। (১৯) (তিনি এর্‌শাদ করেন ঃ) তাহারা শুধু অমূলক ধারণা ও

الْاَنْفُسُ - وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى - اَمْ لِلْاِنْسَانِ

প্রবৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী চলে। অথচ তাহাদের কাছে তাহাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট

مَا تَمَنّٰى - فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ○

হইতে হেদায়ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষের সব আশাই কি পূর্ণ হয়? দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপার শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে।

اَلْخُطْبَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَوُجُوْبِهَا

খোৎবা—২৯

তওবার ফযীলত ও উহার আবশ্যকতা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِتَحْمِيْدِهٖ يُسْتَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ -

১। সমস্ত তা'রীফ সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যাঁহার প্রশংসার

(٢) وَبِذِكْرِهٖ يُصَدَّرُ كُلُّ خِطَابٍ - (٣) وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ تَوْبَةَ

সহিত প্রতিটি কাজ আরম্ভ হয়। ২। এবং যাঁহার যিক্‌রকে সকল সম্ভাষণের প্রথমে স্থান দেওয়া হয়। ৩। আমরা তাঁহার দরবারে ঐ ব্যক্তির তওবার

مَنْ يُوقِنُ اَنَّهٗ رَبُّ الْاَرْبَابِ - وَمُسَبِّبُ الْاَسْبَابِ - (৪) وَنَشْهَدُ

ন্যায় তওবা করিতেছি। যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত প্রভুর প্রভু এবং তিনিই সকল কারণের আদি কারণ। (৪) আর আমরা সাক্ষ্য দিতেছি

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা

وَاَصْحَابِهٖ صَلَاةً تُنْقِذُنَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ -

তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের প্রতি এরূপ রহ্‌মত বর্ষণ করুন, যাহা আমাদিগকে আমলনামা পেশ ও বিচার দিনের ভয়াবহ অবস্থা হইতে

(৬) وَتُمَهِّدُ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ زُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ - (৭) اَمَّا بَعْدُ

নাজাত দেয়। (৬) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য নৈকট্য ও সুন্দর জায়গার সংস্থা করিয়া দেয়। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখ) যাবতীয়

فَاِنَّ التَّوْبَةَ عَنِ الذُّنُوْبِ بِالرُّجُوْعِ اِلٰى سَتَّارِ الْعُيُوْبِ وَعَلَّامِ الْغُيُوْبِ -

গোনাহ্‌র কাজ পরিত্যাগ পূর্বক (বান্দার) দোষ গোপনকারী, অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হইয়া তওবা করা মারেফাত পন্থীদের

مَبْدَأُ طَرِيْقِ السَّالِكِيْنَ - (৮) وَرَأْسُ مَالِ الْفَائِزِيْنَ - وَاَوَّلُ اَقْدَامِ

চলার পথের প্রথম সূচনা (৮) এবং কৃতকার্যদের – সম্বল, মুরীদগণের

الْمُرِيْدِيْنَ - وَمِفْتَاحُ اِسْتِقَامَةِ الْمَائِلِيْنَ - وَمَطْلَعُ الْاِصْطِفَاءِ

প্রথম পদক্ষেপ। আর মারেফাত আসক্ত ব্যক্তিদের সুদৃঢ় থাকিবার মূল চাবি

وَالْاِجْتِبَاءِ لِلْمُقَرَّبِيْنَ - (৯) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ اِذَا

কাঠি এবং নৈকট্য প্রাপ্তগণের বুযুর্গী ও মরতবা লাভের উদয়স্থল। (৯) আল্লাহ্

فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا

পাক এরশাদ করেন ঃ যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ যে, যখন তাহারা জঘন্য পাপ করিয়া বসে, কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করিয়া বসে, তখন (সংগে

لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ - وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

সংগে) আবার তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিয়া নিজেদের কৃত গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ্ ব্যতীত কে-ই বা গোনাহ্ মা'ফ করিতে

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ

পারে? আর তাহারা জ্ঞাত অবস্থায় তাহাদের কৃত গোনাহ্‌র উপর হঠকারিতা করে না। তাহাদের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ -

ক্ষমা প্রদান এবং বেহেশ্‌ত, যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা তথায় অনন্তকাল অবস্থান করিবে, নেক আমলকারীদের বিনিময় কতই না ভাল!

(১০) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا

(১০) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ বান্দা যখন নিজ গোনাহ্‌র কথা স্বীকার

اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

করে, অতঃপর সে উহা হইতে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাহার তওবা কবূল করেন। (১১) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক আদম

وَالسَّلَامُ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ -

সন্তানই গোনাহ্‌গার। আর গোনাহ্‌গারদের মধ্যে তাহারাই ভাল যাহারা তওবা

(১০) মোসলেম। (১১) তিরমিযী, ইবনে-মাজা, দারমী।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ

করে। (১২) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার

مَالَمْ يُغَرْغِرْ - (১৩) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ وَّالتَّائِبُ

বান্দার মৃত্যুকালীন সকরাত অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত তাহার তওবা কবূল করিয়া থাকেন। (১৩) হযরত ইব্‌নে-মাসয়ূদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ অনুতাপই তওবা,

مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

আর যে ব্যক্তি তওবা করে সে এইরূপ, যেন কোন সময়েই গোনাহ্ করে নাই। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যাহার দায়িত্বে তাহার কোন

مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِّاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ

(মুসলমান) ভাইয়েরকোনও হক অবশিষ্ট থাকে, উহা তাহার সম্মান জনিত ব্যাপারই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়ক হউক, তাহার উচিত অদ্যই উহা

اَلْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ - اِنْ كَانَ لَهٗ

হইতে মুক্ত হওয়া ঐ ক্বিয়ামতের দিনের পূর্বে, যে দিন কোন দীনার কিংবা দেরহাম (টাকা-পয়সা) কিছুই থাকিবে না। সুতরাং যদি কোনও নেক আমল

عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ - وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ حَسَنَاتٌ

থাকে, তবে উহা হইতে যুল্‌ম পরিমিত নেকী লওয়া হইবে। আর যদি

اُخِذَ مِنْ سَيِّاٰتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - (১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

তাহার কোনও নেকী না থাকে, তবে মায্‌লুমের গোনাহ্ যালেমের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার

(১২) তিরমিযী, ইবনে-মাজা। (১৩) শরহে সুন্নাহ। (১৪) বোখারী।

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٦) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) অন্যায় করার পরও যে ব্যক্তি

فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তওবা করে এবং সংশোধিত হয়,আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তওবা কবুল করিয়া থাকেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

الخطبة الثلثون فى الصَّبْرِ والشُّكْرِ

খোৎবা—৩০

ছবর ও শোক্র সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ - (٢) اَلْمُتَفَرِّدِ

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য, তিনিই হাম্দ ও ছানার

بِرِدَاءِ الْكِبْرِيَاءِ - (٣) اَلْمُتَوَحِّدِ بِصِفَاتِ الْمَجْدِ وَالْعَلَاءِ -

যোগ্য। (২) যিনি শ্রেষ্ঠত্বের ভূষণে অদ্বিতীয়। (৩) মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদায়

(٤) اَلْمُؤَيِّدِ صَفْوَةَ الْاَوْلِيَاءِ - بِقُوَّةِ الصَّبْرِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -

একক। (৪) যিনি তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদিগকে, সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও

وَالشُّكْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ - (٥) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

সম্পদে (সর্বাবস্থায়) ছবর ও শোক্রে শক্তি দান করিয়া তাহাদের সহায়তা করেন। (৫) আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, সকল নবীর প্রধান আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

اٰلِهٖ سَادَةِ الْاَصْفِيَاءِ - وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ قَادَةِ الْبَرَرَةِ الْاَتْقِيَاءِ -

মনোনীতদের শিরোমণি পরিবারবর্গ ও নেককার পরহেযগারদের অগ্রণী ছাহাবীগণের

صَلٰوةً مَّحْرُوْسَةً بِالدَّوَامِ عَنِ الْفَنَاءِ - وَمَصُوْنَةً بِالتَّعَاقُبِ عَنِ

উপর এমন রহমত বর্ষণ করুন, যেন উহা সমাপ্ত না হইয়া চিরস্থায়ীরূপে রক্ষিত

التَّصَرُّمِ وَالْاِنْقِضَاءِ - (৭) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْاِيْمَانَ نِصْفَانِ نِصْفٌ

থাকে এবং যেন ক্রমাগত জারী থাকিয়া নিঃশেষের হাত হইতে মুক্ত থাকে। (৭) অতঃপর (জানা আবশ্যক) ঈমান দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ 'ছবর,'

صَبْرٌ وَّنِصْفٌ شُكْرٌ - (৮) فَمَا اَشَدَّ الْاِعْتِنَاءَ بِهِمَا وَمَعْرِفَةَ

দ্বিতীয় ভাগ শোক্‌র। (৮) সুতরাং এতদুভয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা

فَضْلِهِمَا لِيَتَيَسَّرَ فِيْهِمَا الْفِكْرُ - (৯) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا

এবং উহার ফযীলত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে এই উভয়ের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের উপর চিন্তা ও উপলব্ধি করা সহজ হইয়া পড়িবে।

يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (১০) وَقَالَ تَعَالٰى

(৯) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরে অশেষ বিনিময় প্রদান

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ - (১১) وَقَالَ تَعَالٰى وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ

করা হইবে। (১০) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ আর যথা সত্বর আল্লাহ্ পাক শোক্‌রগোযার বান্দাদেরে পুরস্কার প্রদান করিবেন। (১১) আল্লাহ্

مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - (১২) وَقَالَ تَعَالٰى وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ -

পাক এরশাদ করেনঃ তোমরা ছবর করিয়া থাকিও, নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ছবরকারীদের সঙ্গে আছেন। (১২) তিনি আরও বলেনঃ তোমরা আমার

(১৩) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِّلْمُؤْمِنِ اِنْ

শোক্‌রগোযারী করিও অকৃতজ্ঞ হইও না। (১৩) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

اَصَابَهٗ خَيْرٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ

মুমিনের অবস্থা কি অদ্ভুত যে, যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে খোদার তা'রীফ করে এবং তাঁহার শোক্‌রগুযারী করে। আর যদি তাহার উপর

وَصَبَرَ - فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا

মুছীবত আসে তবেও সে খোদার তা'রীফ করে ও ছবর করে। সুতরাং মুমেনকে তাহার প্রতিটি কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে। এমন কি,

اِلٰى فِىْ امْرَأَتِهٖ - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ

সেই লোকমাটির জন্যও যাহা সে তাহার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দেয়। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন,

تَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ بَاعِثٌ مِّنْ بَعْدِكَ اُمَّةً اِذَا اَصَابَهُمْ

হে ঈসা! তোমার পরে আমি এরূপ একদল উম্মতকে প্রেরণ করিব, যখন

مَّا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ وَاِنْ اَصَابَهُمْ مَّا يَكْرَهُوْنَ اِحْتَسَبُوْا

তাহাদের কাছে মনঃপূত বিষয় আসিয়া পৌঁছিবে, তখন তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার তা'রীফ করিবে। আর যখন কোনো অমনঃপূত বিষয় আসিয়া পৌঁছিবে, তখন

(১৩) বায়হাকী। (১৪) তখরীজ বাগাবী।

وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ - فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ

তাহারা ছওয়াবের কামনা করিবে ও ছবর করিবে। অথচ তাহারা ধৈর্য ও জ্ঞানহীন (মনে হইবে)। হযরত ঈসা (আঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাব্বী! যদি

وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ - قَالَ اُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِىْ وَعِلْمِىْ - (١٥) وَقَالَ

তাহাদের জ্ঞান কিংবা ধৈর্য না থাকে, তবে তাহাদের জন্য ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? আল্লাহ্ পাক বলিলেনঃ আমি আমারই ধৈর্য ও এল্‌ম

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ -

হইতে তাহাদিগকে দান করিব। (১৫) রাসূল আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালাম এরশাদ করেনঃ শোক্‌রগোযার ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায়।

(١٦) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ

(১৬) রাসূল (দঃ) এরশাদ করেনঃ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যখন কোনও বান্দার মর্যাদা

مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْ

নির্ধারিত হয় এবং সে নিজ আমল দ্বারা সেই মর্যাদার উপযুক্ত হইতে না পারে

فِىْ مَالِهٖ اَوْ فِىْ وَلَدِهٖ - ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يَبْلُغَهُ

তখন আল্লাহ্ পাক তাহাকে শারীরিক কিংবা আর্থিক কিংবা সন্তান-সন্ততির

الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ - (١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত করত ইহার উপর ছবর করার শক্তি দান করেন। অতঃপর তাহাকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٨) اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ

তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

(১৫) আহমদ, আবুদাউদ।

بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيَاتِهٖ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ

চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) ঃ তোমরা কি দেখ না যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই নৌকা সাগর বুকে চলিতে সক্ষম হয়।

صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

উহা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ দর্শন করান। নিশ্চয়, উহাতে প্রতিটি ধৈর্যশীল ও শোক্র গোযার বান্দার জন্য মহা নিদর্শন রহিয়াছে।

الخطبة الحادية والثلثون فى الخوف والرجاء

খোৎবা—৩১

ভয় ও আশা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَرْجُوِّ لُطْفُهٗ وَثَوَابُهٗ - (٢) اَلْمَخُوْفِ

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যাঁহার করুণা ও পুরস্কারের আশা পোষণ করা হয়। (২) এবং তাঁহার শাস্তি ও গযবের

قَهْرُهٗ وَعِقَابُهٗ - (٣) اَلَّذِىْ عَمَرَ قُلُوْبَ اَوْلِيَائِهٖ بِرُوْحِ رَجَائِهٖ -

ভয় করা হয়। (৩) যিনি(আল্লাহ্ পাক) তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের মধ্যে

وَضَرَبَ بِسِيَاطِ التَّخْوِيْفِ وَزَجْرِهِ الْعَنِيْفِ وُجُوْهَ

আশার প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহাদের অন্তর আবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার

الْمُعْرِضِيْنَ عَنْ حَضْرَتِهٖ - اِلٰى دَارِ ثَوَابِهٖ وَكَرَامَتِهٖ - وَقَادَهُمْ

দরবারে হাযির হইতে বিমুখদের গতি ভীতির চাবুক ও কঠোর সতর্কবাণীর দ্বারা সম্মানিত ও পুণ্যময় ঘরের (বেহেশ্তের) দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন

بِسَلَاسِلِ الْعُنْفِ وَاَزِمَّةِ اللُّطْفِ اِلٰى جَنَّتِهٖ - (٤) وَاَشْهَدُ اَنْ

এবং তাহাদিগকে কঠিন শৃঙ্খল ও করুণার বাঁধনে আবদ্ধ করত বেহেশ্তের

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

পথে আনয়ন করিয়াছেন। (৪) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি

وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اَنْبِيَائِهٖ وَخَيْرُ خَلِيْقَتِهٖ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সমস্ত নবীর সরদার সৃষ্টির সেরা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعِتْرَتِهٖ - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الرَّجَاءَ

ও ছাহাবীগণের উপর এবং তাঁহার বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন। (৬) অতঃপর (খোদার রহমতের) আশা ও (আযাবের) ভয় যেমন পাখীর দুইটি

وَالْخَوْفَ جَنَاحَانِ بِهِمَا يَطِيْرُ الْمُقَرَّبُوْنَ اِلٰى كُلِّ مَقَامٍ مَّحْمُوْدٍ -

ডানা সদৃশ, যাহার সাহায্যে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তগণ প্রশংসিত স্থানসমূহে

وَمَطِيَّتَانِ بِهِمَا يُقْطَعُ مِنْ طَرِيْقِ الْاٰخِرَةِ كُلُّ عَقَبَةٍ كَئُوْدٍ -

পৌঁছিয়া থাকেন এবং উহা দুইটি সওয়ারীর ন্যায় যদ্দ্বারা আখেরাতের পথের

اَلنُّصُوْصُ مِنْهُمَا مَشْحُوْنَةٌ - مُنْفَرِدَةً وَّمَقْرُوْنَةً - (৭) فَقَدْ قَالَ

পরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল ঘাটিসমূহ অতিক্রম করা যায়। এতদুভয়ের পৃথক বা যুক্ত বর্ণনায় কোরআন ও হাদীস পরিপূর্ণ। (৭) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ - (৮) وَقَالَ

আর তাহারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে এবং তাঁহার শাস্তির ভয় করে।

تَعَالٰى يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا - (৯) وَقَالَ تَعَالٰى وَادْعُوْهُ

(৮) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ তাহারা ভীতি সহকারে এবং (রহমতের) আশায় তাহাদের প্রভুকে ডাকে। (৯) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেনঃ

خَوْفًا وَّطَمَعًا - (١٠) وَقَالَ تَعَالٰى اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى

তোমরা তাঁহাকে ভীতমনে এবং আগ্রহের সহিত ডাক। (১০) আল্লাহ্ পাক

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا - (١١) وَقَالَ تَعَالٰى اِنَّ

বলেন ঃ তাঁহারা (পয়গম্বরগণ) সৎকাজসমূহ দ্রুত সম্পাদন করিতেন এবং শংকা ও আগ্রহের সহিত তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। (১১) আল্লাহ্ পাক

رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ - وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ

এরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়, আপনার প্রভু মানুষের নাফরমানী সত্ত্বেও তাহাদের

الْعِقَابِ - (١٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

প্রতি ক্ষমাশীল। আর আপনার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা। (১২) হযরত

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ اَحَدٌ -

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যেসব শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা যদি ঈমানদারগণ জানিতে পারিত, তবে কেহই আর তাঁহার

وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ

বেহেশ্‌তের আশা করিত না। আর যদি কাফেরেরা তাঁহার (অফুরন্ত) নেয়ামতের কথা জানিতে পারিত, তবে তাহাদের কেহই তাঁহার বেহেশ্‌ত হইতে নিরাশ

اَحَدٌ - (١٣) وَدَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى شَابٍّ وَّهُوَ

হইত না। (১৩) (একদা) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এক যুবকের কাছে গমন করিলেন, তখন

فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ - فَقَالَ اَرْجُوا اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ

সে মৃত্যুমুখে উপস্থিত। রাসূলে খোদা (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেকে কেমন মনে কর? যুবক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্‌র রহমতের

(১২) বোখারী, মোসলেম। (১৩) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

اللّٰهِ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ ـ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আশা করিতেছি এবং আমার গুণাহ্‌র ভয় করিতেছি। রাসূলে পাক (দঃ)

لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ

বলিলেন ঃ ঠিক এইরূপ অবস্থায় যখনই অন্তরে এই দুইটি জিনিস একত্রিত

مَا يَرْجُوْا وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ـ (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হয়, তখন আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে তাহার আকাংখিত বস্তু দান করেন এবং সে যাহা ভয় করে তাহা হইতে মুক্তি দেন। (১৪) রাসূলে খোদা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَّاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ

একদা এক ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মা'ফ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اِنِّىْ لَآ اَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ

করিবেন না। তখন আল্লাহ্‌ পাক বলিলেন ঃ কে আমার শপথ করিয়া বলে

لِفُلَانٍ وَّاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ـ اَوْ كَمَا قَالَ ـ (১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

যে, আমি অমুককে মা'ফ করিব না, নিশ্চয়, আমি তাহাকে মা'ফ করিয়া দিয়াছি। আর তোমার আ'মল বরবাদ করিয়া দিয়াছি। (১৫) মরদুদ শয়তান হইতে

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ (১৬) نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ

আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন ঃ হে প্রিয়

الرَّحِيْمُ ـ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ـ

রাসূল!) আপনি আমার বান্দাদিগকে জানাইয়া দেন যে, নিশ্চয়, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর নিশ্চয়, আমার শাস্তিও অতি ভীষণ।

(১৪) মোসলেম।

اَلخطبة الثانية وَالثلثون فِى الفقرِ وَالزُّهْدِ

খোৎবা—৩২

দরিদ্রতা ও দুনিয়া বর্জন সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنَ الطِّيْنِ اللَّازِبِ

(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষকে

وَالصَّلْصَالِ - وَزَيَّنَ صُوْرَتَهٗ بِاَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ وَّاَتَمِّ اعْتِدَالٍ -

আঠালো ঠন্‌ঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে যথাযথভাবে সুন্দর

(২) ثُمَّ كَحَّلَ بَصِيْرَةَ الْمُخْلِصِ فِىْ خِدْمَتِهٖ - حَتّٰى انْكَشَفَ

আকৃতিতে বিভূষিত করিয়াছেন। (২) অতঃপর তিনি খাঁটি এবাদতগোযার

لَهٗ مِنَ الدُّنْيَا قَبَائِحُ الْاَسْرَارِ وَالْاَفْعَالِ - (৩) فَزَهِدُوْا فِيْهَا

বান্দাদিগের অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, যাহাতে জাগতিক যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন কার্যাবলীর দোষসমূহ তাহাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। (৩) সুতরাং

زُهْدَ الْمُبْغِضِ لَهَا فَتَرَكُوْهَا - وَتَرَكُوا التَّفَاخُرَ وَالتَّكَاثُرَ

তাঁহারা ঘৃণার সহিত দুনিয়ার সম্পর্ক ছেদ করত উহা বর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা

بِالْاَمْوَالِ - وَاَقْبَلُوْا بِكُنْهِ هِمَمِهِمْ عَلٰى دَارٍ لَّا يَعْتَرِيْهَا فَنَاءٌ

ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও গৌরব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা পূর্ণ সংকল্পে এমন গৃহের প্রতি নিবিষ্টমনা হইয়াছেন যাহা কখনও ফানা কিংবা লয়প্রাপ্ত

وَّلَا زَوَالٌ - (৪) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

হইবে না। (৪) আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, গুণ সম্পন্নদের প্রধান সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা

اَهْلِ الْكَمَالِ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ خَيْرِ

ও তাঁহার রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, সঙ্গী হিসাবে তাঁহার

اَصْحَابٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ خَيْرِ اٰلٍ - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالنُّصُوْصِ

শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণ এবং পরিজন হিসাবে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের উপর রহমৎ নাযিল করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা

اَنْ لَّا مَطْمَعَ فِى النَّجَاةِ اِلَّا بِالْاِنْقِطَاعِ عَنِ الدُّنْيَا وَالْبُعْدِ مِنْهَا -

প্রমাণিত হইয়াছে যে, পার্থিব জগতের ভোগ-লালসা হইতে সংশ্রব হীন হওয়া এবং উহা হইতে দূরে থাকা ব্যতীত নাজাতের আশা করা যায় না।

(৭) وَهٰذَا الْاِنْقِطَاعُ اِمَّا بِانْزِوَائِهَا عَنِ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفَقْرُ -

(৭) এই সংশ্রব হীনতা যদি বান্দা হইতে দুনিয়া বিমুখ হওয়ার কারণে হয়, তবে

وَاِمَّا بِانْزِوَاءِ الْعَبْدِ عَنْهَا وَهُوَ الزُّهْدُ - (৮) كَمَا قَالَ تَعَالٰى

উহাকে দরিদ্রতা (فقر) বলা হইবে। আর দুনিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও যদি উহা হইতে সে দূরে থাকে, তবে উহাকে "যুহ্দ" বলা হইবে। (৮) যেমন

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا - (৯) فَالْاَكْلُ

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন : (তোমরা অংশীদারদের হক্ না দিয়া) মিরাছের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতেছ এবং ধন-সম্পদকে তোমরা অত্যধিক

كَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ مِمَّنْ رَضِىَ بِالْفَقْرِ - وَالْحُبُّ كَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ

ভালবাসিতেছ। (৯) সুতরাং দারিদ্র্যে তুষ্ট ব্যক্তি এরূপভাবে ভক্ষণ করিতে

لِمَنِ اتَّصَفَ بِالزُّهْدِ - (١٠) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

পারে না। আর যুহ্‌দ অবলম্বনকারীও মালকে এইরূপ গভীরভাবে ভালবাসিতে পারে না। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ গরীব লোক ধনীদের

وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

পাঁচশত বৎসর অর্থাৎ আখেরাতের হিসাবে অর্ধদিন পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ

نِّصْفِ يَوْمٍ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِبْغُوْنِىْ فِىْ

করিবে। (১১) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা আমাকে দুর্বল

ضُعَفَائِكُمْ - فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ اَوْ تُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ - (١٢) وَقَالَ

দরিদ্রদের মধ্যে অনুসন্ধান করিও, কারণ দুর্বল দরিদ্রদের কারণেই তোমরা রুযী প্রাপ্ত হও অথবা সাহায্যকৃত হও। (১২) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا رَاَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطٰى زُهْدًا فِى الدُّنْيَا

যখন তোমরা এরূপ কোন বান্দাকে দেখিতে পাও, যে দুনিয়া-বিমুখ এবং কম

وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ - فَاِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ - (١٣) وَقَالَ

কথা বলে, তোমরা তাহার সংশ্রবে যাও। কারণ এইরূপ ব্যক্তির উপর হেকমত অবতীর্ণ করা হয়। (১৩) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ দুনিয়ায় "যুহ্‌দ"

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ - وَازْهَدْ

এখ্‌তিয়ার করিয়া থাকিও, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভাল

فِىْ مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ - (١٤) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

বাসিবেন। আর লোকের ধন-সম্পদ হইতে বাসনাহীন থাক, তাহা হইলে মানুষ তোমাকে ভালবাসিবে। (১৪) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

(১০) তিরমিযী (১১) আবু দাউদ (১২) বায়হাকী (১৩) তিরমিযী, ইবনে মাজা (১৪) বায়হাকী

وَالسَّلَامُ اَوَّلُ اِصْلَاحِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ - وَاَوَّلُ

এই উম্মতের প্রথম সংশোধনী বস্তু (খোদার প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাস ও দুনিয়া

فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْاَمَلُ - (১৫) قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ الزُّهْدُ فِى

বর্জন। আর উহার প্রধান অনিষ্টকারী বস্তু (ও দুইটি) কৃপণতা ও অতি লোভ।

الدُّنْيَا بِلُبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ وَاَكْلِ الْجَشَبِ - اِنَّمَا الزُّهْدُ

(১৫) হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বলেনঃ দুনিয়াতে শুধু শক্ত ও মোটা কাপড়

فِى الدُّنْيَا قَصْرُ الْاَمَلِ - (১৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

পরা কিংবা মোটা খাওয়াই 'যুহ্দ' নহে; বরং যুহ্দের প্রকৃত অর্থ লোভ সঙ্কোচ করা। (১৬) মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাই।

(١٧) لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ - وَاللّٰهُ

(১৭) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ) তোমাদের যাহা নষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য যেন দুঃখিত না হও, আর আল্লাহ যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তজ্জন্য যেন গর্বিত

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○

না হও। আর আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারী ও গর্বিত লোকদিগকে পছন্দ করেন না।

الخطبةُ الثّالثة وَالثلثون فى التّوحيدِ والتّوكّلِ

খোৎবা—৩৩

তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُدَبِّرِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ - اَلْمُنْفَرِدِ (١)

(১) যাবতীয় তা'রীফ সমস্ত রাজ্য ও রাজত্বের পরিচালক আল্লাহ্

(১৫) শরহে সুন্নাহ।

بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ - اَلرَّافِعِ لِلسَّمَاءِ بِغَيْرِ عِمَادٍ - اَلْمُقَدِّرِ

তা'আলার জন্য, তিনি সকল ক্ষমতা ও সম্মানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনিই বিনা খুঁটিতে আসমান উত্তোলনকারী এবং উহাতে বান্দার রুযী নির্ধারণকারী।

فِيْهَا اَرْزَاقَ الْعِبَادِ - اَلَّذِىْ صَرَفَ اَعْيُنَ ذَوِى الْقُلُوْبِ

তিনি ধন-সম্পদের উপায় ও উপকরণ হইতে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের দৃষ্টি ফিরাইয়া

وَالْاَلْبَابِ - عَنْ مُلَاحَظَةِ الْوَسَائِطِ وَالْاَسْبَابِ - فَلَمَّا تَحَقَّقُوْا

রাখিয়াছেন। সুতরাং যখন তাহারা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে,

اَنَّهٗ لِرِزْقِ عِبَادِهٖ ضَامِنٌ وَّبِهٖ كَفِيْلٌ - تَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا

আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দার রিয্‌কের জিম্মাদার ও দায়ী, তখন তাহারা তাঁহার

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

উপর ভরসা করিয়া বলে: আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক তিনি! (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য

وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

وَرَسُوْلُهٗ قَامِعُ الْاَبَاطِيْلِ - اَلْهَادِىْ اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ -

বান্দা ও রাসূল যিনি সকল অসত্যের মূলোৎপাটনকারী এবং সহজ ও সরল পথ

(৩) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا -

প্রদর্শক। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

(৪) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهٖ مَنْزِلٌ

উপর অসংখ্য রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (জানা আবশ্যক)

مِنْ مَنَازِلِ الدِّيْنِ - وَكَذٰلِكَ اَصْلُهٗ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالْيَقِيْنِ -

তাওয়াক্কুল উহার শ্রেণীভেদে ধর্মের স্থানসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান। তদ্রূপ

(৫) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

উহার মূল তওহীদ ও এক্বীনের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। (৫) আল্লাহ্ পাক

لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

বলেন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা করিয়া থাক, তোমাদের রিয্‌ক দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট রিয্‌ক চাও,

وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - (৬) وَقَالَ تَعَالٰى وَعَلَى اللّٰهِ

তাঁহারই এবাদৎ কর এবং তাঁহার শোকর গুযারী কর। তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (৬) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ (হে ঈমানদারগণ!)

فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

তোমরা আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা কর যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হইয়া থাক।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ - وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ

(৭) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন তুমি কোন কিছু চাওয়ার এরাদা কর, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাও। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা কর, তখন

بِاللّٰهِ - وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰٓى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ

আল্লাহ্‌রই কাছে সাহায্য চাও। জানিয়া রাখ, যদি সমস্ত লোক তোমাকে

لَّمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ - وَلَوِاجْتَمَعُوْا

সামান্য মাত্র উপকার করিবার জন্য সমবেত হয়, তথাপি তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত বিন্দুমাত্রও উপকার করিতে পারিবে না। আর যদি

(৬) আহ্‌মদ, তিরমিযী। (৭) মোসলেম।

عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَّمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ

তাহারা তোমার অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, তবু তাহারা আল্লাহ্‌র

عَلَيْكَ - رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ

নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারিবে না। তক্‌দীরের কলম উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে দপ্তরসমূহও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। (৮) রাসূলে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ

পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা শক্তিশালী ঈমানদার

الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ - اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ

অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্‌র নিকট সমধিক প্রিয় অবশ্য সকলেই ভাল। (আখেরাতে) যাহা তোমার উপকারে আসিবে তৎপ্রতি উদ্বুদ্ধ হও। আর

وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ - وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَّوْ اَنِّىْ

আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে সাহায্য চাও ; অক্ষমতা প্রকাশ করিও না। আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ আসিয়া পৌঁছে, তখন বলিও না যে, যদি

فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ -

আমি এরূপ করিতাম, তবে এরূপ ও এরূপ হইত ; বরং একথা বলিও যে, আল্লাহ্‌ পাক আমার তক্বদীরে ইহাই রাখিয়াছিলেন। আর তিনি যাহাই ইচ্ছা করেন

فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - (৯) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

তাহাই করেন। কেননা "যদি" শব্দটি শয়তানের ওসওয়াসার দরজা খুলিয়া

الرَّجِيْمِ - (১০) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -

দেয়। (৯) মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১০) (আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ) হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামত

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ

স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা আছে কি? যে তোমাদিগকে আসমান ও জমিন হইতে জীবিকা প্রদান করিতে পারে? একমাত্র তিনি

اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ٥

ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে যাইতেছ?

الخطبة الرابعة وَالثلثون فى المحبة والشّوق والْاُنس والرِّضَاءِ

খোৎবা—৩৪

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা, আগ্রহ (অনুরাগ), প্রীতি ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَزَّهَ قُلُوْبَ اَوْلِيَائِهٖ - عَنِ الْاِلْتِفَاتِ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি পার্থিব

اِلٰى زُخْرُفِ الدُّنْيَا وَنَضْرَتِهٖ - (২) وَصَفّٰى اَسْرَارَهُمْ مِّنْ

জগতের ধন-সম্পদ ও উহার চাক্‌চিক্য দর্শন হইতে তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের অন্তর পবিত্র করিয়াছেন (২) এবং যিনি তাঁহার সান্নিধ্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি

مُلَاحَظَةِ غَيْرِ حَضْرَتِهٖ - (৩) ثُمَّ كَشَفَ لَهُمْ عَنْ سُبُحَاتِ وَجْهِهٖ

দৃষ্টি করা হইতে তাহাদের হৃদয়কে পাক করিয়াছেন। (৩) অতঃপর তিনি

حَتّٰى اَحْتَرَقَتْ بِنَارِ مَحَبَّتِهٖ - (৪) ثُمَّ اَحْتَجَبَ عَنْهَا بِكُنْهِهٖ

তাহাদের প্রতি স্বীয় নূরের তাজাল্লী উন্মোচন করেন। ফলে তাহাদের অন্তর আল্লাহ্‌র ভালবাসার আগুনে জ্বলিয়া উঠে। (৪) পক্ষান্তরে তিনি আপন

جَلَالِهٖ - حَتّٰى تَاهَتْ فِىْ بَيْدَاءِ كِبْرِيَائِهٖ وَ عَظْمَتِهٖ - فَبَقِيَتْ

উচ্চ মহিমার অন্তরালে গুপ্ত রহিয়াছেন। ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র কিবরিয়া

غَرْقٰى فِىْ بَحْرِ مَعْرِفَتِهٖ - وَ مُحْتَرِقَةً بِنَارِ مَحَبَّتِهٖ - (৫) وَ اَشْهَدُ

ও আযমতের ময়দানে হয়রান-পেরেশানীতে পতিত হয় এবং মা'রেফাত সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায় ও এশ্‌কের আগুনে জ্বলিতে থাকে। (৫) আমি সাক্ষ্য

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

দিতেছি—আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক,

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ بِكَمَالِ نُبُوَّتِهٖ -

তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি—আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। যিনি নুবুওতের চরম

(৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ سَادَةِ الْخَلْقِ

পূর্ণতা লাভপূর্বক সর্ব "শেষ নবী"। (৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার

وَاَئِمَّتِهٖ - وَقَادَةِ الْحَقِّ وَاَزِمَّتِهٖ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৭) اَمَّا

উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবীগণ—যাঁহারা মানব জগতের সরদার ও ইমাম, সত্যের চালক ও দিশারী তাঁহাদের উপর অজস্র রহমত ও শান্তি

بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ - (৮) وَقَالَ تَعَالٰى

বর্ষণ করুন। (৭) অতঃপর (অবগত হউন) হক্ব তা'আলা এরশাদ করেন: আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারাও আল্লাহ্‌ তা'আলাকে

فِى الْمَلٰٓئِكَةِ - يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ - وَهٰذَا

ভালবাসে। (৮) ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেন: তাহারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌ তা'আলার তসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকে। কোনও সময় তাহারা

لَا يَكُوْنُ فِى الْعَادَةِ اِلَّا بِالشَّوْقِ - (৯) وَقَالَ تَعَالٰى قُلْ

উহাতে শৈথল্য করে না। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সাধারণতঃ গভীর অনুরাগ ব্যতীত এরূপ হইতে পারে না। (৯) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেনঃ

بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا - وَالْاُنْسُ هُوَالْفَرَحُ

(হে প্রিয় রাসূল!) আপনি বলিয়া দিন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণার প্রতি মানুষের খুশী থাকা উচিত। আর লব্ধ নেয়ামতের প্রতি

بِمَا حَصَلَ مَعَ حِفْظِ الْحُدُوْدِ - (১০) وَقَالَ تَعَالٰى رَضِىَ اللّٰهُ

গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া খুশী প্রকাশের নামই প্রীতি। (১০) আল্লাহ্ পাক এরশাদ

عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَللّٰهُمَّ

করেনঃ আল্লাহ্ পাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আর তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) দো'আ করিতেনঃ হে আল্লাহ্ঃ

اِنِّىْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ

আমি আপনার কাছে আপনার ভালবাসা এবং আপনাকে যে ভালবাসে তাহার ভালবাসা এবং এমন আমল প্রার্থনা করি যাহা আমাকে আপনার ভালবাসায়

حُبَّكَ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ

পৌঁছাইয়া দেয়। (১২) তিনি এই দোআও করিতেনঃ খোদাওন্দ! আপনার কাছে

بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ - وَاَسْأَلُكَ

আমার প্রার্থনা, আমি যেন তক্বদীরের পরিণতির উপর সন্তুষ্ট থাকি এবং

لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ - وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ - (১৩) وَقَالَ

মৃত্যুর পর আমার যিন্দেগী যেন সুখের হয়। আমি আরও প্রার্থনা করি যেন আপনার দীদারের স্বাদ প্রাপ্ত হই এবং অন্তরে আপনার সাক্ষাতের স্পৃহা

(১১) তিরমীযি। (১২) নাসাই। (১৩) মোসলেম।

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ

উৎপন্ন হয়। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখনই কোন

الْمَلٰئِكَةُ - وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ - وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ -

দল বসিয়া বসিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে থাকে তখনই ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্ পাকের রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলে

وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ - وَالسَّكِيْنَةُ اَيِ الْاِرْتِيَاحُ

তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকে, আর আল্লাহ্ তা'আলা নিকটস্থ ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে তাহাদের কথা বর্ণনা করেন। আর সকীনাহ্ অর্থাৎ খুশী

هُوَ الْاُنْسُ - (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অনুভবই হইল "উন্‌স" বা প্রীতি। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

(১৫) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ) কতিপয় মানুষ এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকেও শরীক করিয়া লয়, যাহাদিগকে

كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى

আল্লাহ্‌র ভালবাসার অনুরূপ ভালবাসে। আর যাহারা ঈমানদার

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ط

আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের ভালবাসা অত্যন্ত গভীর। আর যদি যালেমরা সেই সময়কে দেখিতে পারিত—যখন তাহারা খোদায়ী শাস্তি স্বচকে দর্শন করিবে যে,

وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

সমস্ত শক্তির অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তিদাতা (তবে নিশ্চয় তাহারা সংশোধিত হইয়া যাইত)।

الخطبة الخامسة والثلثون فى الاخلاص والنية الصالحة والصدق

(খোৎবা—৩৫

এখলাছ, নেক নিয়ত ও সততা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ - (٢) وَنُؤْمِنُ بِهٖ اِيْمَانَ

(১) শোক্‌র গোযার বান্দার প্রশংসানুরূপ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করি (২) বিশ্বাসীদের ঈমানের ন্যায় আমরাও তাঁহার প্রতি ঈমান

الْمُوْقِنِيْنَ - (٣) وَنُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّتِهٖ اِقْرَارَ الصَّادِقِيْنَ -

প্রকাশ করি। (৩) এবং সত্যবাদীদের একরারের ন্যায় আমরাও তাঁহার তওহীদের

(٤) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - وَمُكَلِّفُ الْجِنِّ

একরার করি। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ

وَالْاِنْسِ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ - اَنْ يَعْبُدُوْهُ عِبَادَةَ الْمُخْلِصِيْنَ -

নাই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং জিন-ইনসান ও নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশ্‌তাদিগকে মুখলেছীনগণের অনুরূপ তাঁহার এবাদৎ করিবার জন্য আদেশ

(٥) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ

করিয়াছেন। (৫) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার

الْمُرْسَلِيْنَ - (٦) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ -

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি রাসূলগণের শ্রেষ্ঠ। (৬) আল্লাহ্

وَعَلٰى اٰلِهٖ الطَّيِّبِيْنَ - وَاَصْحَابِهٖ الطَّاهِرِيْنَ - (٧) اَمَّا بَعْدُ

তা'আলা তাঁহার প্রতি এবং সমস্ত নবী, তাঁহার পবিত্র পরিবারবর্গ ও পাক ছাহাবীগণের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। (৭) অতঃপর (জানা আবশ্যক)

فَقَدِ انْكَشَفَ لِاَرْبَابِ الْقُلُوْبِ بِبَصِيْرَةِ الْاِيْمَانِ - وَاَنْوَارِ

কোরআনের আলোক ও ঈমানের দৃষ্টি দ্বারা হক্কানী আলেমদের সম্মুখে ইহা

الْقُرْاٰنِ - اَنْ لَّا وُصُوْلَ اِلَى السَّعَادَةِ اِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ -

সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এল্‌ম ও এবাদৎ ব্যতীত সৌভাগ্য লাভ করা যায় না।

(৮) فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلْكٰى اِلَّا الْعَالِمُوْنَ - وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ

(৮) কাজেই একমাত্র আলেম ব্যতীত সকল লোকই ধ্বংসের পথে, আবার

هَلْكٰى اِلَّا الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكٰى اِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ -

আমলকারীগণ ব্যতীত বাকী সকল **আলেমও** ধ্বংসের পথে, আবার মোখলেছগণ

وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ - (৯) فَالْعَمَلُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ عَنَاءٌ -

ব্যতীত অন্য সব আমলকারীও ধ্বংসের কবলে, আবার মোখলেছগণ মহা ভীতির

وَالنِّيَّةُ بِغَيْرِ اِخْلَاصٍ رِيَاءٌ - وَهُوَ لِلنِّفَاقِ كِفَاءٌ - وَمَعَ

সম্মুখীন। (৯) সুতরাং নিয়ত ব্যতীত আমল পণ্ডশ্রম মাত্র। আর এখলাছ বিহীন নিয়ত রিয়ার শামিল, ইহা মুনাফেক হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং গোনাহ্‌র সমতুল্য।

الْعِصْيَانِ سَوَاءٌ - وَالْاِخْلَاصُ مِنْ غَيْرِ صِدْقٍ وَّتَحْقِيْقٍ هَبَاءٌ -

তবে সততা ও সঠিকতা ব্যতীত এখলাছ ধূলি সদৃশ্য। (১০) গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে

(১০) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كُلِّ عَمَلٍ كَانَ بِاِرَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ

জড়িত ও মিশ্রিত আ'মলসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন, (বিচার

مَشُوْبًا مَغْمُوْرًا - وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

দিনে) আমি তাহাদের আমলের প্রতি অগ্রসর হইব যাহা তাহারা (দুনিয়ায়)

هَبَاءً مَّنْثُوْرًا - (১১) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ

করিয়াছিল। উহাকে বিক্ষিপ্ত ধূলির ন্যায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। (১১) আল্লাহ্

الْخَالِصُ ط (১২) وَقَالَ تَعَالٰى اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তা'আলা আরও এরশাদ করেন: শুনিয়া রাখ, একমাত্র খালেছ এবাদৎই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গ্রহণীয়। (১২) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই মুমিন উহারা, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে; উহাতে কোনও সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ - (১৩) وَقَالَ رَسُوْلُ

জান মাল কোরবান করিয়া জেহাদে লিপ্ত হয়, তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ

(১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) হযরত মুআয (রাঃ)কে বলিলেন: তোমার দ্বীনকে

الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ - (১৪) وَنَادٰى رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ -

তুমি বিশুদ্ধ করিয়া লও। তাহা হইলে কম আ'মলও তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। (১৪) একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঈমান কাহাকে

قَالَ الْاِخْلَاصُ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ

বলে? তিনি জওয়াব দিলেন: এখলাছই প্রকৃত ঈমান। (১৫) রাসূলে

بِالنِّيَّاتِ - وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى - (১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: আ'মল নিয়তের দ্বারাই হয়। প্রত্যেক লোকই যেরূপ নিয়ত করিবে তদ্রূপ প্রতিফল পাইবে। (১৬) একদা হযরত আবুবকর

(১৩) তরগীব হাকেম হইতে। (১৪) তরগীব বায়হাকী হইতে।
(১৫) বোখারী, মোসলেম। (১৬) বায়হাকী।

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَّهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ فَالْتَفَتَ

ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁহারই জনৈক ক্রীতদাসকে গালি দিতেছিলেন। রাসূলে পাক (দঃ)

اِلَيْهِ فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - فَاَعْتَقَ

তাঁহার প্রতি এক নযর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেনঃ কা'বার রব্বের শপথ! একই ব্যক্তি কখনও গালিদাতা এবং ছিদ্দীক হইতে পারে না। সেই দিনই

اَبُوْبَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ - ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁহার কোনও গোলামকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলে পাকের খেদমতে গিয়া আরয করিলেনঃ হুযূর!

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا اَعُوْدُ - (١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

আমি আর ঐরূপ গালি দিব না। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

الرَّجِيْمِ - (١٨) قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ হে রাসূল!) আপনি

مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

ঘোষণা করিয়া দিন যে, আমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে—আমি যেন এখলাছের সহিত এবাদৎ করি।

الخطبة السادسة والثلثون فى المراقبة والمحاسبة وما يتبعهما

খোৎবা—৩৬

মুরাকাবা, মুহাসাবাহ ও উহার আনুষঙ্গিক বিষয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْقَائِمِ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ -

(১) সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষের প্রতিটি

اَلرَّقِيْبِ عَلٰى كُلِّ جَارِحَةٍ بِمَا اجْتَرَحَتْ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا

কৃতকর্মের উপর প্রভাবশীল এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক।

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৩) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

(২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান্ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে,

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ - (৪) صَلَّى

সকল নবীর প্রধান, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ سَادَةِ الْاَصْفِيَاءِ - وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ قَادَةِ

বান্দা ও রাসূল। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এবং প্রিয় বান্দাগণের অগ্রণী তাঁহার আহ্‌লে বায়েত ও মুত্তাকীদের চালক ছাহাবীদের উপর রহমত

الْاَتْقِيَاءِ (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَحَى النَّجَاةِ تَدُوْرُ عَلَى الْاَعْمَالِ -

নাযিল করুন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) নাজাতের চাক্কী আমলের

(৬) وَلَا يُعْتَدُّ بِالْاَعْمَالِ اِلَّا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا وَعَلٰى حُقُوْقِهَا

পাশে ঘুরিতেছে। (৬) আর যে আ'মল নিয়মিতভাবে এবং সঠিকরূপে সম্পন্ন

وَهُوَ الْمُرَابَطَةُ - (৭) وَلَا يَتِمُّ هٰذِهِ الْمُوَاظَبَةُ وَالْمُرَابَطَةُ -

করা হয় উহাই গ্রহণযোগ্য হয়। আর এইরূপ সাধনাকেই 'মুরাবাতাহ্" বলে। (৭) আর এই অধ্যবসায় কিংবা সাধনা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ, আমলের উপর

بِالْتِزَامِ النَّفْسِ الْاَعْمَالَ اَوَّلًا وَهُوَ الْمُشَارَطَةُ - (৮) ثُمَّ

নিজেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিতে হইবে—যাহাকে "মুশারাতাহ্" বা চুক্তিবদ্ধ হওয়া বলে।

مُلَاحَظَةِ هٰذِهِ الْمُشَارَطَةِ كُلَّ وَقْتٍ ثَانِيًا وَهُوَ الْمُرَاقَبَةُ -

(৮) দ্বিতীয়তঃ, এই চুক্তি পালনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহারই নাম

(৯) ثُمَّ الْاِحْتِسَابِ عَلَى النَّفْسِ فِىْ وَقْتٍ خَاصٍّ - اَنَّهَا وَقْتِ

"মুরাকাবাহ্"। (৯) তৃতীয়তঃ, এক নির্দিষ্ট সময়ে নিজের নফ্‌স হইতে হিসাব লইবে

الشَّرْطَ اَمْ لَا ثَالِثًا وَّهُوَ الْمُحَاسَبَةُ - (১০) ثُمَّ عِلَاجِهَا بِمَشَقَّةٍ

যে, সে শর্ত পূর্ণ করিতেছে কি না। ইহাকে "মুহাসাবাহ্" বলে। (১০) চতুর্থতঃ,

تُصْلِحُهَا اِذَا لَمْ تَفِ بِالشَّرْطِ رَابِعًا وَّهُوَ الْمُعَاقَبَةُ - (১১) ثُمَّ

যদি সে শর্ত পূর্ণ না করিয়া থাকে, তাহাকে কোনও সংশোধনীয় কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত করিয়া উহার চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহাকেই "মুআক্বাবাহ

تَادِيْبِهَا بِفُنُوْنٍ مِّنَ الْوَظَائِفِ الثَّقِيْلَةِ جَبْرًا لِّمَافَاتَ مِنْهَا

বলা হয়। (১১) পঞ্চমতঃ, যখন আলস্যের দরুন আমলের ত্রুটি দেখিবে, তখন

اِذَا رَاٰهَا تَوَانَتْ خَامِسًا وَّهُوَ الْمُجَاهَدَةُ - (১২) ثُمَّ تَوْبِيْخِهَا

নিজকে সংশোধনের জন্য এরূপ কষ্টসাধ্য বিভিন্ন অযিফায় নিয়োজিত করিবে, যদ্দারা উহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। ইহাকে "মুজাহাদাহ বলে। (১২) ষষ্ঠতঃ,

وَالْعَذْلِ عَلَيْهَا اِذَا اسْتَعْصَتْ وَحَمْلِهَا عَلَى التَّلَافِىْ سَادِسًا

পূর্ব অবাধ্যতার কারণে তাহাকে খুব শাসাইবে ও নিন্দা করিবে এবং অতীত আমলের ক্ষতিপূরণ কল্পে তাহাকে পুনরায় উহা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবে।

وَّهُوَ الْمُعَاتَبَةُ - (১৩) وَيَرْجِعُ الْجَمِيْعُ اِلٰى عَدَمِ اِهْمَالِهَا

উহাকে "মুআতাবাহ বলা হয়। (১৩) আলোচ্য বিষয়গুলির প্রত্যেকটির সারকথা এই যে, নফস (প্রবৃত্তি)-কে মুহূর্তকালের জন্যও স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিতে

لَحْظَةً فَتَجْمَحَ وَتَشْرِدَ - وَالنُّصُوْصُ مَشْحُوْنَةٌ مِّنْهُ فَانْظُرْ

নাই। কারণ, ইহাতে সে অবাধ্য হইয়া যাইবে এবং (সৎপথ হইতে) দূরে সরিয়া পড়িবে। এসম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ আছে। সম্মুখে

مَا يُسْرَدُ - (١٤) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا

যাহা বর্ণিত হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। (১৪) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

تُخْفِى الصُّدُوْرُ - (١٥) وَقَالَ تَعَالٰى وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

'তিনি তোমাদের চক্ষুর খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছেন।' (১৫) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আর যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের

رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ط فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى -

দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে এবং নিজকে কু-প্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখে, তবে নিশ্চয় বেহেশ্‌ত তাহার বাসস্থান।

(١٦) وَقَالَ تَعَالٰى وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ - (١٧) وَعَنْ

(১৬) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট আর

اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ

কে, যে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (১৭) হযরত আসলাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর

لِسَانَهٗ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ - فَقَالَ لَهٗ اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ

সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি নিজের জিহ্বা ধরিয়া টানিতেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন ঃ থামুন, থামুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে

هٰذَا اَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ - (١٨) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

মা'ফ করুন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন ঃ এই জিহ্বাই আমাকে অনেক বিপদে ফেলিয়াছে। (১৮) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রকৃত

(১৭) মালেক। (১৮) কান্‌যুল-উম্মাল।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ - (١٩) وَقَالَ

মুজাহেদ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজ প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করে।

عُمَرُ حَاسِبُوْٓا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْهَا قَبْلَ اَنْ

(১৯) হযরত ওমর (রঃ) বলিয়াছেন ঃ (হে লোক সকল!) তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব প্রদানের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই লও এবং উহা

تُوْزَنُوْا - (٢٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (٢١) يٰٓاَيُّهَا

(আমল) ওযন করিবার পূর্বে নিজেই **ওযন** করিয়া লও। (২০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (২১) (আল্লাহ্ পাক

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط

এরশাদ করেন ঃ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর প্রত্যেকটি লোকের দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে কি সম্বল পাঠাইয়াছে?

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥

তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ রাখেন।

الخطبة السَّابعة وَالثلثون فى التَّفكر

(খোৎবা -৩৭

সৃষ্টি-কৌশল বিষয়ক চিন্তা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَثَّرَ الْحَثَّ فِىْ كِتَابِهٖ عَلٰى

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি পবিত্র কোরআন

التَّدَبُّرِ وَالْاِعْتِبَارِ - وَالنَّظَرِ وَالْاِفْتِكَارِ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا

মজিদের মাধ্যমে চিন্তা ও নছীহত হাছেল করিতে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিতে অত্যধিক অনুপ্রেরণা দান করিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি,

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - (৩) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ فِىْ دَارِالْقَرَارِ -

সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, তিনিই হইবেন বেহেশ্তে

(৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِالْاَبْرَارِ -

আদম-সন্তানের প্রধান। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ও

(৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ فِىْ

নেককার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (৫) অতঃপর

مَوَاضِعَ لَاتُحْصٰى مِنْ كِتَابِهِ الْمُبِيْنِ - وَاَثْنٰى عَلَى الْمُتَفَكِّرِيْنَ -

(জানা আবশ্যক) আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন শরীফের বহু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে চিন্তা ও মনোনিবেশ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং চিন্তাশীলদের

(৬) فَقَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى

প্রশংসাও তিনি করিয়াছেন। (৬) যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج (৭) وَقَالَ

ঐ সমস্ত লোক (প্রকৃত জ্ঞানী) যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্র যিক্র করে এবং আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশলে চিন্তা করে। (৭) আল্লাহ্ পাক

تَعَالٰى اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰيَةَ -

আরও বলেন: তাহারা কি পৃথিবী ও আসমানজগত সম্বন্ধে চিন্তা করে না?

(৮) وَقَالَ تَعَالٰى اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا لا وَّالْجِبَالَ

(৮) আল্লাহ্ পাক বলেন: আমি কি পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করিয়া

اَوْتَادًا لا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا لا وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا لا وَّجَعَلْنَا

দেই নাই এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ করি নাই? আমি তোমাদিগকে জোড়া জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি, তোমাদের নিদ্রাকে আরামপ্রদ করিয়া দিয়াছি।

الَّيْلَ لِبَاسًا لا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

রাত্রিকে (তোমাদের) পোষাকের ন্যায় করিয়াছি এবং দিনকে রোযগারের

شِدَادًا لا وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا لا وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً

জন্য স্থাপন করিয়াছি। আমি তোমাদের উপরে সাতটি মজবুত আসমান নির্মাণ করিয়াছি এবং উহাতে উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপন করিয়াছি এবং মেঘ হইতে

ثَجَّاجًا لا لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا لا وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا - (৯) وَقَالَ

অজস্র ধারায় পানি বর্ষণ করিয়াছি এবং উহা দ্বারা শস্য, তৃণলতা ও ঘন বাগ-বাগিচা

تَعَالٰى قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ط مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ط مِنْ

তৈয়ার করিয়াছি। (৯) আল্লাহ্ পাক বলেন: মানুষের উপর খোদার মার পড়ুক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কোন্ জিনিষ দ্বারা

نُّطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ لا ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ لا ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ لا

সৃষ্টি করিয়াছেন? এক ফোটা বীর্য দ্বারাই তো! তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ নিয়ম মাফিক করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহার

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

(ভূমিষ্ঠ ও হেদায়তের) পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। তৎপর তিনি তাহাকে মৃত্যু দান করিয়া কবরস্থ করিয়াছেন। আবার যখনই তিনি ইচ্ছা করিবেন

إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝

তখনই তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন। আল্লাহ্ যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে কখনও তাহা পালন করে নাই। মানুষের তাহার খাদ্য-বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ

উচিত। আমিই মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করাইয়াছি। অতঃপর জমীন বিদীর্ণ করিয়া উহাতে বিভিন্ন শস্য, আঙ্গুর, শাকসব্জী, যাইতুন, খেজুর, ঘন বাগিচা,

غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝ (١٠) وَقَالَ

ফলফলাদি, ঘাস (ইত্যাদি) উৎপন্ন করিয়াছি ; উহার কতক তোমাদের নিজেদের অপর কতক তোমাদের পশুসমূহের প্রয়োজনার্থে। (১০) হুযূর (দঃ) জমীন ও

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُزُولِ إِنَّ فِي خَلْقِ

আসমান সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াত إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ সম্বন্ধে এরশাদ করিলেন :

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْآيَةَ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا ـ

ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হউক, যে উক্ত আয়াত পাঠ করে অথচ তৎসম্পর্কে

(١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْمًا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

চিন্তা করে না। (১১) হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কোন একদল লোক আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিল।

(১০) তখরীজ, ছহীহ্ ইবনে-হাব্বান। (১১) তখরীজ, তরগীব।

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَكَّرُوْا فِيْ خَلْقِ اللّٰهِ

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর।

وَلَا تَتَفَكَّرُوْا فِي اللّٰهِ - فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَهٗ - (١٢) أَعُوْذُ

তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে মাথা ঘামাইও না। কারণ, তোমরা তাঁহার মর্যাদার

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٣) فَانْظُرْ إِلٰى آثَارِ رَحْمَةِ

আন্দাজ কখনো করিতে পারিবে না। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ হে রাসূল!) আল্লাহ্‌র

اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِي

অশেষ রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি চাহিয়া দেখুন, কিরূপে তিনি শুষ্ক জমীন

الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

পুনরায় সঞ্জীবিত করেন ; নিঃসন্দেহ, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন, সবকিছুর উপরই তাঁহার ক্ষমতা বিরাজমান।

الْخُطْبَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلٰثُوْنَ فِيْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهٗ

খোৎবা—৩৮

মৃত্যুর স্মরণ ও উহার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ قَصَمَ بِالْمَوْتِ رِقَابَ الْجَبَابِرَةِ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি মৃত্যু দ্বারা যালেম

(٢) وَكَسَرَ بِهٖ ظُهُوْرَ الْأَكَاسِرَةِ - وَقَصَرَ بِهٖ آمَالَ الْقَيَاصِرَةِ -

গোষ্ঠীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। (২) পারস্য সম্রাটদের মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং রোম সম্রাটদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিয়া দিয়াছেন।

(৩) وَجَعَلَ الْمَوْتَ مَخْلَصًا لِّلْاَتْقِيَاءِ - (৪) وَمَوْعِدًا فِىْ

(৩)এবং মৃত্যুকে তিনি পরহেযগার বান্দাদের মুক্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন।

حَقِّهِمْ لِلْقَاءِ - (৫) فَلَهُ الْاِنْعَامُ بِالنِّعَمِ الْمُتَظَاهِرَةِ - وَلَهُ

(৪) আর উহাকে তাহাদের জন্য খোদার সহিত মিলন প্রতিশ্রুতি পুরণের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। (৫) অতঃপর তিনিই (নেককারদের প্রতি) প্রচুর

الْاِنْتِقَامُ بِالنِّقَمِ الْقَاهِرَةِ - (৬) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

নেয়ামত বর্ষণ করিবেন ও নাফরমানদেরে চরম শাস্তি প্রদান করিবেন। (৬) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - (৭) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

একক, তাঁহার কোনও শরীক নাই। (৭) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি,

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ذُو الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ - (৮) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আমাদের নেতা ও সরদার, প্রকাশ্য মু'জেযার অধিকারী হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الْكَمَالَاتِ الْبَاهِرَةِ - وَسَلَّمَ

ও অতুলনীয় কামালিয়াতের অধিকারী ছাহাবীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, অজস্র

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৯) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৯) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) রাসূলে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ -

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে

(১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا احْتُضِرَ الْمُؤْمِنُ اَتَتْ

স্মরণ করিও। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন মু'মিন বান্দার

مَلٰئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ - فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِىْ رَاضِيَةً

মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়, তখন রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ সাদা রেশমী কাপড় সহ

مَّرْضِيًّا عَنْكِ اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانٍ - وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ -

আসিয়া (রূহকে লক্ষ্য করিয়া) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র দিকে সন্তুষ্টির সহিত বাহির হও, তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। আস, খোদা প্রদত্ত সুখ-শান্তি ও

وَفِيْهِ اَنَّ الْكَافِرَ اِذَا احْتُضِرَ اَتَتْهُ مَلٰئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ

এমন প্রভুর দিকে যিনি (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্ট নহেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, কাফেরের মৃত্যুকালে আযাবের ফেরেশ্‌তা চট সহ আসিয়া

فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِىْ سَاخِطَةً مَّسْخُوْطًا عَلَيْكِ اِلٰى عَذَابِ اللّٰهِ

বলেন ঃ খোদায়ী আযাবের দিকে চলিয়া আয়, তুই যেরূপ আল্লাহ্‌র প্রতি

عَزَّوَجَلَّ (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ

নারায তিনিও তোর প্রতি নারায (১১) রাসূলে খোদা এরশাদ করেন ঃ (কবরে) মু'মিনের নিকট দুইজন ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হন, তৎপর তাহাকে

فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ - فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ - فَيَقُوْلَانِ لَهٗ

বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রভু কে? সে জবাব দেয়, আমার প্রভু,

مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ

আল্লাহ্ তা'আলা। ফেরেশ্‌তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ধর্ম কি? সে জবাব দেয়, আমার ধর্ম ইসলাম। তৎপর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই

(৯) তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা। (১০) আহমদ, নাসায়ী। (১১) আহমদ, আবূদাউদ।

الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ - فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ব্যক্তি কে—যাঁহাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল? সে জবাব দেয়,

وَسَلَّمَ - (١٢) وَفِيْهِ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ

তিনি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল (দঃ)। (১২) উক্ত হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, অতঃপর আসমান হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা

فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا

সত্য সত্যই বলিয়াছে, তাহাকে বেহেশ্‌তী বিছানা পাতিয়া দাও, বেহেশ্‌তী পোষাক তাহাকে পরাও এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খুলিয়া দাও।

اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ - وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ (وَجَمِيْعُ حَالِهِ

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর কাফেরের মৃত্যু সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন: তাহার অবস্থা উক্ত মু'মিনের অবস্থার সম্পূর্ণ

عَلٰى ضِدِّ ذٰلِكَ) (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اللّٰهُ

বিপরীত। (১৩) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা

تَعَالٰى اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ

এরশাদ করিয়াছেন: আমার নেক্‌কার বান্দাদের জন্য আমি এমন নেয়ামত তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোনও চক্ষু দেখে নাই, কোনও কান শোনে নাই

سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ اَلْحَدِيْثَ - (١٤) وَقَالَ عَلَيْهِ

এবং কোন মানুষের অন্তরেও কখনও উহার কল্পনা উদয় হয় নাই। (১৪) রাসূলে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَّهُ نَعْلَانِ

পাক (দঃ) এরশাদ করেন: দোযখীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তিগ্রস্ত

(১৩) বোখারী, মোসলেম। (১৪) বোখারী, মোসলেম।

وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ -

ঐ ব্যক্তি হইবে যাহার পায়ে ফিতাযুক্ত দুইটি আগুনের জুতা থাকিবে। উহার তেজে তাহার মস্তিষ্ক ফুটন্ত ডেগের ন্যায় টগ্‌বগ করিতে থাকিবে। সে বুঝিতে

مَا يُرَى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَّاِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا -

পারিবে না যে, তদপেক্ষা বেশী আযাব আর কাহাকেও দেওয়া হইতেছে, অথচ অন্যদের তুলনায় তাহাকে অনেক হাল্‌কা (লঘু) শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

(١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا

(১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রভু

تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ - (١٦) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

আল্লাহ্ তা'আলাকে এরূপ প্রকাশ্যে দেখিতে পাইবে যেরূপভাবে তোমরা চাঁদ দেখিয়া থাক। (ভীড়ের মধ্যেও) উহা দেখিতে তোমাদের কোনই অসুবিধা

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٧) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

হইবে না। (১৬) বিতাড়িত মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) প্রতিটি মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ

ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ০

করিতে হইবে। অতঃপর তোমাদিগকে আমার কাছেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।

الخطبة التاسعة والثلثون فى اعمال عاشوراء

খোৎবা—৩৯

আশুরার আমল সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ -

(১) সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে এক

(১৫) বোখারী, মোসলেম।

وَالنَّجْمَ وَالشَّجَرَ يَسْجُدَانِ - (২) وَفَضَّلَ زَمَانًا عَلٰى زَمَانٍ -

সুনির্ধারিত হিসাব মতে স্থাপন করিয়াছেন এবং বৃক্ষ-লতাসমূহকে পূর্ণ অনুগত করিয়াছেন। (২) তিনি এক সময়কে অন্য সময়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন,

كَمَا فَضَّلَ مَكَانًا عَلٰى مَكَانٍ - وَإِنْسَانًا عَلٰى إِنْسَانٍ - (৩) وَنَشْهَدُ

যেরূপ তিনি এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর এবং এক মানুষকে অন্য মানুষের

أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ أَنَّ

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমরা

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ هَدَانَا إِلَى

আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

الْخَيْرَاتِ - (৫) وَمِنْهَا صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمِ الْحَسَنَاتِ -

বান্দা ও রাসূল যিনি আমাদিগকে নেককাজের দিকে হেদায়ত করিয়াছেন।

وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرَاتِ - وَمِنْهَا مَا ابْتَدَعُوْا فِيْهِ مِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ -

(৫) তন্মধ্যে পুণ্যময় আশুরা দিবসে রোযা রাখা অন্যতম এবং তিনি আমাদিগকে যাবতীয় পাপ কাজ হইতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে আশুরা উপলক্ষে

(৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ أَقَامُوْا

আবিষ্কৃত বেদআতসমূহ অন্তর্ভুক্ত। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

الدِّيْنَ الْوَاجِبَاتِ مِنْهَا وَالْمَنْدُوْبَاتِ وَأَبْطَلُوْا رُسُوْمَ

পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর অশেষ রহমত বর্ষণ করুন, যাঁহারা ধর্মের ওয়াজেব

الْجَاهِلِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا وَالْمَكْرُوْهَاتِ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

ও মোস্তাহাবসমূহ কায়েম করিয়াছেন এবং অজ্ঞযুগের সমস্ত হারাম ও মকরূহ

كَثِيرًا - (٧) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ - لِلنَّاسِ فِيْهِ

প্রথাসমূহ বাতিল করিয়া দিয়াছেন, অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আশুরা দিবস নিকটবর্তী হইয়াছে। ঐ দিন

مَعْرُوْفَاتٌ وَّمُنْكَرَاتٌ ظَلْمَاءُ - (٨) فَمِنَ الْاَوَّلِ اسْتِحْبَابُ

মানুষের জন্য একদিকে নেকী অপর দিকে ঘোর নিষিদ্ধকাজ সমূহ রহিয়াছে।

الصَّوْمِ فِيْهِ - (٩) فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

(৮) নেক কাজের মধ্যে ঐ দিন রোযা রাখা মোস্তাহাব। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ)

وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ - (١٠) وَقَالَ

ফরমাইয়াছেন : রমযানের রোযার পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা আল্লাহ্ তা'আলার

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ

মুহাররাম মাসের রোযা। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন : আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আশা রাখি, ১০ই মুহাররমের রোযা উহার পূর্ববর্তী

اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

বৎসরের গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইবে। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন :

صُوْمُوْا عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهٗ يَوْمًا

তোমরা আশুরা দিবসে রোযা রাখিও এবং উহাতে ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণই করিও। (তাহারা মাত্র একদিন রোযা রাখে তাই) তোমরা উহার পূর্বের দিন

وَّبَعْدَهٗ يَوْمًا - (١٢) وَكَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا

ও পরের দিন রোযা রাখিও। (১২) হাদীস শরীফে আছে : রমযানের রোযা ফরয

(৯) মোসলেম। (১০) মোসলেম। (১১) আইন, জমউল ফাওয়ায়েদ। (১২) জমউল ফাঃ।

نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ - (١٣) وَمِنَ

হইবার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয হিসাবে রাখা হইত। অতঃপর যখন রমযান মাসের রোযার হুকুম নাযিল হয়, তখন উহা যাহার ইচ্ছা রাখিতে পারে, আর

الْاَوَّلِ اِبَاحَةً وَّبَرَكَةَ نِ التَّوْسِعَةُ فِيْهِ عَلٰى عِيَالِهٖ - (١٤) فَقَدْ

যাহার ইচ্ছা নাও রাখিতে পারে। (১৩) (এতদ্ব্যতীত) প্রথমোক্ত নেক কাজের মধ্যে মোবাহ্ এবং বরকতপূর্ণ কাজ হইল পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয়

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَّسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِى النَّفَقَةِ

করা। (১৪) যেমন রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আশুরা

يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ - (١٥) وَمِنَ

দিবসে পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করিবে—আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ

الثَّانِى اتِّخَاذُهٗ عِيْدًا وَّمَوْسِمًا - اَوْ اِتِّخَاذُهٗ مَاتَمًا مِّنَ

বৎসর তাহাকে সচ্ছলতা দান করিবেন। (১৫) নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে ঐ দিনকে উৎসব বা মেলার দিন হিসাবে পালন করা অথবা ঐদিন শোকোচ্ছাস পালনার্থে

الْمَرَاثِىْ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ بِذِكْرِ مَصَائِبِ اَهْلِ الْبَيْتِ

শোকগাথা পাঠ করা, কান্নাকাটি করা, আহ্‌লে বাইতের বিপদের কথা স্মরণ

وَاتِّخَاذِ الضَّرَائِحِ وَالْاَعْلَامِ - وَمَا يُقَارِنُهَا مِنَ الْمَلَاهِىْ

করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা, তাযিয়া ও নিশান বাহির করা এবং ইহার আনুষঙ্গিক

وَالشِّرْكِ وَالْاٰثَامِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٦)

যাবতীয় ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদি শির্‌ক ও গোনাহ্‌র কাজ। (১৬) বিতাড়িত

(১৭) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ

শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক বলেন :) যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক কাজ করিবে (কিয়ামতে) সে উহা স্বচক্ষে দেখিতে

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

পাইবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে।

الْخُطْبَةُ الْاَرْبَعُوْنَ فِىْ مَا فِىْ صَفَرَ

(খাৎবা—৪০)

ছফর মাস সম্পর্কে—(ছফর চাঁদের পূর্ব জুমুয়া পড়িবে)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِيَدِهٖٓ اَزِمَّةُ الْاُمُوْرِ - (২) وَهُوَ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যাহার হাতে সকল কাজের

خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّالْمُتَصَرِّفُ فِيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالشُّرُوْرِ -

আঞ্জাম। (২) প্রত্যেকটি বস্তু তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে মঙ্গল ও

(৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ

অমঙ্গল তিনিই সাধন করিয়া থাকেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোনও শরীক

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْٓ اَخْرَجَنَا مِنَ

নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে

الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ - وَمَحَا كُلَّ جَهْلٍ وَّدَيْجُوْرٍ - (৫) صَلَّى

বাহির করিয়া আলোতে আনয়ন করিয়াছেন এবং সকল প্রকার অজ্ঞতা ও

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ ظَهَرَ بِهِمُ الدِّيْنُ اَتَمَّ

গোমরাহীর অন্ধকার বিলীন করিয়া দিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্ পাক তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং ছাহাবীগণের উপর অনন্তকাল ব্যাপি অশেষ রহমত নাযিল করুন।

ظُهُوْرٍ وَرَسَخَ بِهِمُ الْيَقِيْنُ فِى الصُّدُوْرِ - مَا تَعَاقَبَتِ الْاَيَّامُ

তাঁহাদের উছিলায় দ্বীন ইসলাম পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ

وَالشُّهُوْرُ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ

করিয়াছে এবং তাঁহাদের দ্বারা মানব মনে খোদার প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া

شَهْرُ صَفَرَ - (৭) يَتَشَاءَمُ بِهٖ بَعْضُ النَّاسِ وَيَتَطَيَّرُ - كَمَا كَانَ

রাখুন) ছফর মাস নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। (৭) কতক লোক এই মাসকে

اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَعَ هٰذَا الْاِعْتِقَادِ يَبْتَدِعُوْنَ فِيْهِ النَّسِيْءَ

অশুভ কুলক্ষণের মাস বলিয়া মনে করে, যেমন অজ্ঞযুগের লোকেরা ঐ কুবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই মাসকে অগ্রপশ্চাৎ করার জঘন্য প্রথাও আবিষ্কার করিয়াছিল।

النُّكْرَ - (৮) فَاَبْطَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَوْلِهٖ اِنَّمَا النَّسِيْءُ

(৮) আল্লাহ্ পাক তাঁহার বাণী "নিশ্চয় মাস অগ্রপশ্চাৎ করা আরও একটি

زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ - (৯) وَكَذٰلِكَ نَفٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

কুফরী" দ্বারা উহা বাতিল করিয়া দেন। (৯) তদ্রূপ মহানবী (দঃ) বিশেষ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّؤْمَ وَالطِّيَرَةَ بِهٖ خُصُوْصًا وَبِكُلِّ شَيْءٍ

করিয়া এই মাসকে এবং সাধারণতঃ কোন জিনিষে অশুভ ও কুলক্ষণ মান্য করিতে

(৯) বোখারী

عُمُوْمًا - وَأَزَاحَ بِهٰذَا النَّفْيِ عَنَّا هُمُوْمًا وَّغُمُوْمًا - (١٠) فَقَالَ

নিষেধ করিয়াছেন। এই নিষেধ বাণী দ্বারা তিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَاعَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

দূর করিয়া দিয়াছেন। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি,

اَلْحَدِيْثَ - (١١) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَّتَشَاءَمُوْنَ بِدُخُوْلِ

কুলক্ষণ, পেঁচকের ডাক এবং ছফর মাস অশুভ বলিয়া কিছুই নাই। (১১) মুহম্মদ ইবনে-রাশেদ বর্ণনা করিয়াছেন, লোকেরা ছফর মাসের আগমনকে অশুভ বলিয়া

صَفَرَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَفَرَ - (١٢) وَقَالَ

মনে করিত, তাই রাসূলে পাক (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ছফর মাসে কোন অমঙ্গল

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهُ ثَلٰثًا - (١٣) وَقَالَ

নাই। (১২) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলিয়াছেন ঃ 'কুলক্ষণ মানা শিরক্।' এই উক্তি তিনি তিনবার করিয়াছেন। (১৩) হযরত ইবনে-মাসয়ূদ (রাঃ) বলিয়াছেন,

ابْنُ مَسْعُوْدٍ مَّا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ - وَعُلِمَ

আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার মনে এই ধরনের কোন খেয়াল না আসে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক উহা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে দূরীভূত করিয়া দেন।

بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ وَسْوَسَةَ الطِّيَرَةِ اِذَا لَمْ يَعْتَقِدْهَا

হযরত ইবনে-মাসয়ূদের এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, অমঙ্গলের ধারণা যদি

بِالْقَلْبِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا بِالْجَوَارِحِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا

অন্তরে বিশ্বাসের রূপ ধারণ না করে এবং হাত-পা দ্বারা ঐ মত কাজও যদি

(১০) মা-ছাবাতা বিস্-সুন্নাহ্। (১১) আবু-দাউদ। (১২) বোখারী, মোসলেম। (১৩) আবুদাউদ।

بِاللِّسَانِ لَا يُؤَاخَذُ عَلَيْهَا - وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّوَكُّلِ -

সে না করে, কিংবা উহা সম্পর্কে মুখেও কিছু না বলে, তাহা হইলে সে দোষী হইবে না। বস্তুতঃ উক্ত তাওয়াক্কুলের উদ্দেশ্য ইহাই।

(١٤) وَمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ اَلشُّؤْمُ

(১৪) আর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে যে বর্ণিত আছেঃ 'নারী, বাসগৃহ ও

فِي الْمَرْاَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ فَهُوَ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ -

ঘোড়ার মধ্যে অমঙ্গল' উহা তিনি শুধু মাত্র "যদি মানিয়া লওয়া হয়" এই হিসাবে

لِمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ

বলিয়াছেন। কেননা, তিনি (অন্যত্র) ফরমাইয়াছেনঃ যদি কোন বস্তুতে কুলক্ষণ

فِيْ شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ - (١٥) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

বলিয়া কিছু থাকিত, তবে বাসগৃহ, অশ্ব ও স্ত্রী এই তিনের মধ্যে থাকিত।

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٦) قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ

(১৫) মরদূদ শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ) তাহারা বলিল, তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের

ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝

সাথেই লাগিয়া আছে। (এখন) যদি তোমাদিগকে কোন সদুপদেশ দান করা হয়, (তবে উহা কি তোমরা কুলক্ষণের বস্তু মনে করিবে?) বরং (আসল কথা এই যে) তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

الخطبة الحادية والاربعون فى بعض ما اعتيد فى الربيعين

খোৎবা—৪১

রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী মাসের প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে

(রবিউল আউয়ালের পূর্ব জুমুআয় পড়িবে)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى - اَلَّذِىْ بِكَمَالَاتِهٖ ظَهَرَ وَبِذَاتِهٖ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং তাঁহারই প্রশংসা

اِخْتَفٰى - (২) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ -

যথেষ্ট যিনি স্বীয় গুণাবলীতে প্রকাশ্য এবং স্বীয় সত্ত্বায় গুপ্ত। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُصْطَفٰى -

একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও মনোনীত রাসূল।

(৩) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ وِرْدُهُمْ

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার বিশুদ্ধ ও পবিত্রমনা পরিবারবর্গ

قَدْ صَفَا - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ شَهْرُ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ - اَلَّذِىْ

এবং ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (শুনুন) রবিউল

اِعْتَادَ فِيْهِ بَعْضُ النَّاسِ ذِكْرَ الْمَوْلِدِ النَّبَوِىِّ فِى الْمُحْتَفَلِ -

আউয়াল মাস নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মাসে কেহ কেহ যিক্‌রে মিলাদুন্নবী

(৫) فَنَقُوْلُ لِتَحْقِيْقِ الْمَسْئَلَةِ اَنَّهٗ ثَبَتَ بِحَدِيْثِ الشَّيْخَيْنِ

মাহফিলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (৫) সুতরাং এই সম্পর্কে তাহ্কীকের জন্য আমরা বলি, বুখারী মুসলেমের হাদীস ও অন্যান্য দলীল দ্বারা মাগরেবের

فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ - وَغَيْرِهٖ مِنَ الْبَرَاهِيْنِ -

নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়া ছাবেত আছে। (কিন্তু এই হাদীসেই উল্লেখ আছে যে, উহাকে মাগরেবের সুন্নত বলিয়া মনে করাকে হযরত (দঃ)

(৬) وَمِنْهَا اتِّفَاقُ الْمُحَقِّقِيْنَ اَنَّ اعْتِقَادَ غَيْرِ الْقُرْبَةِ قُرْبَةً

নাপছন্দ করিয়াছেন।) (৬) এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাশীল আলেমগণ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, যাহা এবাদৎ নহে উহাকে এবাদৎ মনে

اَوْ غَيْرِ اللَّازِمِ لَازِمًا تَغْيِيْرٌ لِّلدِّيْنِ - (৭) وَاَنَّ اِيْهَامَ هٰذَا

করা কিংবা কোন গায়ের জরুরী কাজকে জরুরী মনে করার অর্থ ধর্মের মধ্যে

الْاِعْتِقَادِ يُشَابِهُ هٰذَا التَّغْيِيْرَ - وَيَلْحَقُ بِهٖ فِى الْحُكْمِ لُحُوْقَ

পরিবর্তন আনয়ন (করা)। (৭) আর যদ্দ্বারা এরূপ ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে উহাও উক্ত পরিবর্তনের তুল্য এবং হুকুমের মধ্যেও উহার শামিল,

النَّظِيْرِ بِالنَّظِيْرِ - (৮) فَهٰذَا الذِّكْرُ الشَّرِيْفُ اِنْ كَانَ

যে ভাবে প্রত্যেক কাজই আদেশ-নিষেধ উহার নযীরের সঙ্গে জড়িত। (৮) সুতরাং

خَالِيًا مِّنَ التَّخْصِيْصَاتِ وَالْقُيُوْدِ - فَلَا كَلَامَ فِىْ دُخُوْلِهٖ

মিলাদ মহফিল যদি কোন কিছুর সহিত নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ না থাকে, তবে

تَحْتَ الْحُدُوْدِ - (৯) وَاِنْ كَانَ مُقَارِنًا لَّهَا مَعَ اِبَاحَتِهَا -

উহা শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে থাকা সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। (৯) আর যদি ইহা মুবাহ্ বিষয়াদির সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে, (তবে উহার দুইটিই মাত্র অবস্থা)

فَاِنِ اعْتَقَدَ كَوْنَهَا لَازِمًا اَوْ مَقْصُوْدًا كَانَ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ -

১। যদি উহা অত্যাবশ্যক কিংবা উদ্দেশ্য ব্যাঞ্জক বলিয়া এ'তেকাদ করে, তবে

وَإِنْ لَّمْ يَعْتَقِدْ كَوْنَهَا قُرْبَةً لٰكِنْ اَوْهَمَهٗ كَانَ مُشَابِهًا

উহা পরিষ্কার বেদ-আতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ২। আর যদি উহাকে উদ্দেশ্য ব্যাঞ্জক বলিয়া এ'তেকাদ না করে, কিন্তু উহা সে এরূপভাবে পালন করে যাহাতে

بِالْبِدْعَاتِ - (١٠) وَيُمْنَعُ عَنْهُمَا مَنْعَ الْمُنْكَرَاتِ - بِتَفَاوُتٍ

লোকের মনে উক্তরূপ ধারণা সৃষ্টি করে, তবে উহা বেদআতের অনুরূপ হইবে। (১০) এবং উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্যাবলীর ন্যায় পর্যায়ানুক্রমে উহা

فِى الْمَنْعِ بِتَفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ - (١١) فَمَنْ ظَنَّ بِالْفَاعِلِ هٰذَا الْاِعْتِقَادَ -

নিষিদ্ধ হইবে। (১১) ঠিক এই কারণেই যে আলেম ছাহেব মিলাদানুষ্ঠানকারী

اَوْ اِيْهَامَ الْفَسَادِ - اَدْخَلَ اعْتِيَادَهٗ فِى مَحْظُوْرِ الْاِلْتِزَامِ -

সম্পর্কে মনে করেন যে, মিলাদ সম্পর্কে তাঁহার মনে ঐরূপ বিশ্বাস আছে বা অহেতুক ধারণা সৃষ্টি করিবে, তিনি এরূপ মিলাদানুষ্ঠানকে নিষেধ করেন। (১২)

(١٢) وَمَنْ ظَنَّ بِهٖ خُلُوَّهٗ عَنْهُمَا اَدْخَلَ اعْتِيَادَهٗ فِى سَائِغِ

আর যিনি তাহাকে ঐরূপ বিশ্বাস বা ধারা হইতে মুক্ত মনে করেন তিনি এই

الدَّوَامِ - (١٣) وَالَّذِىْ يُشَاهِدُ حَالَ الْعَوَامِّ - مِنْ تَشْنِيْعِهِمْ

প্রচলনকে জায়েয মনে করেন। (১৩) যিনি সর্বসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

عَلَى التَّارِكِيْنَ وَالْمَلَامِ - اَشَدَّ مِنْهُ عَلٰى تَارِكِ الْاَحْكَامِ -

করেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে, মিলাদ না পড়ুয়াদের প্রতি এত কঠোর নিন্দা ও ভৎর্সনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করে যাহা তাহারা শরীঅতের নির্দেশ

يُرَجِّحُ تَتَبُّعَ الْمَانِعِ بِلَا كَلَامٍ - (١٤) وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ

অমান্যকারীকেও করে না, বিনা বাক্যে তিনি নিষেধকারী আলেমের ফতোয়াকে প্রাধান্য দিবেন। (১৪) পরবর্তীকালের আলেম সম্প্রদায়ের মতানৈক্য

مِنَ الْخَلَفِ كَالْاِخْتِلَافِ مِنَ السَّلَفِ فِى الْعَمَلِ بِاَحَادِيْثِ

পূর্বকালের আলেমগণের মতানৈক্যেরই অনুরূপ। তাঁহারা বিভিন্ন হাদীছ

اِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ - وَنُزُوْلِ الْحَاجِّ بِالْمُحَصَّبِ

পর্যালোচনা করায় শুধু জুমুআর দিন (একটা) রোযা রাখা ও হাজীদের

لِلْمَقَامِ - وَمَا ضَاهَاهُمَا مِنَ الْاَحْكَامِ - (١٥) وَاَمَّا اِذَا قَارَنَ

মুহাস্সাব নামক স্থানে অবস্থান করা এবং উহার অনুরূপ আরও বিভিন্ন মাসআলায় তাঁহার মতদ্বৈধতা পোষণ করিয়াছেন। (১৫) আর যদি মিলাদ

هٰذَا الْاِحْتِفَالُ مُنْكَرَاتٍ بَيِّنَةً - فَالْفَتْوٰى بِالْمَنْعِ مُتَعَيِّنَةٌ -

মহফিলে খোলাখুলি কোন শরীয়ত বিগর্হিত কাজ হয়, তাহা হইলে না-জায়েযের

وَهٰذَا هُوَالْحُكْمُ فِىْ رَسْمٍ اٰخَرَ - يُسَمّٰى بِالْحَادِىْ عَشَرَ -

(١٦) ফতোয়াই সুনির্ধারিত। (১৬) অন্যান্য যাবতীয় প্রথা বিশেষ করিয়া রবিউস্সানী

اَلَّذِىْ يَقَعُ فِىْ رَبِيْعِ الثَّانِىْ - وَهُوَعُرْسُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

মাসের একাদশ তারীখে অনুষ্ঠিত হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর

الْجِيْلَانِىِّ - (١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

ওরস প্রথার হুকুমও উল্লিখিত রূপ। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র

(١٨) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥

পানাহ্ চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: হে রাসূল!) আপনার সুনামকে আমি সমুন্নত করিয়া দিয়াছি।

الخطبة الثانية والاربعون فى ما يتعلق برجب

(খোৎবা—৪২

রজব মাসের কতিপয় আমল সম্পর্কে

(রজব মাসের পূর্বের জুমুআয় পড়িবে)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যিনি তাঁহার বান্দা

الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى - ثُمَّ مِنْهُ اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى -

(হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে রাত্রি-বেলা মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আক্‌ছা পর্যন্ত লইয়া গেলেন, অতঃপর তথা হইতে তিনি তাঁহাকে উচ্চ আসমানে নিয়া

(٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ -

গেলেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান্‌ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই।

(٣) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ

তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের নেতা ও সরদার সৃষ্টজগতের সেরা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা

الْوَرٰى - (٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ

ও রাসূল। (৪) আল্লাহ্‌ পাক তাঁহাকে, তাঁহার পরিবার পরিজন এবং

كَشَفُوا الدُّجٰى - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - (٥) اَمَّا بَعْدُ

ছাহাবীগণকে যাঁহারা (কুফরের) অন্ধকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়াছেন, অশেষ রহমত ও অজস্র ধারায় শান্তি প্রদান করুন। (৫) অতঃপর (জানিয়া

فَقَدْ حَانَ شَهْرُ رَجَبَ الْاَصَمِّ - لَهٗ اَحْكَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

রাখুন,) রজব মাস নিকটবর্তী হইয়াছে। এই মাস সম্পর্কে অনেকগুলি হুকুম

اَهَمُّ - (৬) فَمِنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আহ্‌কাম রহিয়াছে যাঁহার একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (৬) তন্মধ্যে

اِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ -

রজব মাস উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিতেন ঃ আয় আল্লাহ্! রজব ও শা'বানে আপনি আমাদিগকে বরকত দান করুন। আর আপনি আমাদিগকে

وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ - (৭) وَمِنْهَا الصَّوْمُ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهٖ

রমযান মাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন। (৭) এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে এই মাসের

تَخْصِيْصًا وَّفِيْهِ رِوَايَاتٌ - (৮) اَلْاَوَّلُ مَارُوِىَ مَرْفُوْعًا

বিশেষ বিশেষ দিনে রোযা রাখার সমস্যা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াত

وَّلَمْ يَصِحَّ مِنْهَا شَىْءٌ وَّغَايَتُهُ الضُّعْفُ وَجُلُّهَا مَوْضُوْعٌ -

আছে। (৮) প্রথম প্রকা সরাসরি হুযূর (দঃ) হইতে বর্ণিত। কিন্তু উহার

(৯) وَالثَّانِىْ مَا عَنْ خَرَشَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

মধ্যে কোনটিই ছহীহ্ নহে ; বরং অধিকাংশই মওযূ বা জাল। (৯) দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে হযরত খারাশা (রাঃ) হইতে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَضْرِبُ اَكُفَّ الرِّجَالِ فِىْ صَوْمِ رَجَبَ حَتّٰى يَضَعُوْهَا

আমি হযরত ওমর ইব্‌নে-খাত্তাব (রাঃ)কে দেখিয়াছি, কেহ রজব মাসে রোযা

فِى الطَّعَامِ - (১০) وَالثَّالِثُ مَاهُوَ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اَبِىْ

রাখিলে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ঐ ব্যক্তির হাতে আঘাত করিতেন। (১০) তৃতীয় রেওয়ায়তের সনদ হযরত আবু হোরায়রার উপরই মওকূফ।

(৬) বায়হাক্বী।

هُرَيْرَةَ مَنْ صَامَ يَوْمَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبَ كَتَبَ اللّٰهُ

অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন কি না উল্লেখ নাই। যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারীখে রোযা রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আমল-

لَهٗ صِيَامَ سِتِّيْنَ شَهْرًا - (١١) وَهٰذَا اَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِىْ

নামায ৬০ (ষাট) মাস রোযা রাখার সওয়াব লিখিয়া দিবেন। (১১) এই

هٰذَا الْمَعْنٰى - ذَكَرَ هٰذَا كُلَّهٗ فِىْ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ -

মর্মে যতগুলি রেওয়ায়াত আছে তন্মধ্যে এই রেওয়ায়তটিই উত্তম। উক্ত হাদীস

(١٢) وَمُقْتَضَى الثَّالِثِ الصَّوْمُ لٰكِنْ لَّا بِاعْتِقَادِ السُّنَّةِ

সমূহ 'মা-সাবাতা বিস্সুন্নাহ্' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে। (১২) তৃতীয় রেওয়ায়াত রোযা রাখার সপক্ষেই কিন্তু ইহা সুন্নত কিংবা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

وَثُبُوْتِهٖ عَنِ الشَّارِعِ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْاِحْتِيَاطِ - (١٣) وَمُقْتَضَى

হইতে ইহার কোন বাস্তব প্রমাণ আছে—এই এ'তেকাদ সহকারে নয়; বরং

الْبَاقِيَتَيْنِ عَدَمُ الصَّوْمِ تَخْصِيْصًا صَوْنًا لِّلْاَحْكَامِ عَنِ

শুধু তাক্ওয়া হিসাবে। (১৩) অবশিষ্ট দুইটি রেওয়ায়তের উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখা নিষেধ। ইহাতে শরীয়তের বিধানগুলি একটি অপরটির

الْاِخْتِلَاطِ - (١٤) وَمِنْهَا مَا اخْتَرَعَهُ الْعَوَامُّ اَوِ الْخَوَاصُّ

সহিত সংঘর্ষ হইতে মুক্ত থাকিবে। (১৪) উল্লিখিত বিধি-নিষেধসমূহের

كَالْعَوَامِّ مِنِ اتِّخَاذِهِمْ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ مَوْسِمًا -

মধ্যে ইহাও একটি যাহা সর্বসাধারণ এবং তাহাদেরই অনুরূপ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাও করিয়া থাকে। উহা হইল—(রজব মাসের) ২৭ তারীখের রাত্রিকে

وَيَذْكُرُوْنَ فِيْهَا قِصَّةَ الْمِعْرَاجِ الشَّرِيْفِ - (١٥) وَالْحُكْمُ

বিশেষ রাত্রি হিসাবে পালন করা। এই রাত্রে তাহারা মে'রাজ শরীফের

فِيْهِ هُوَالْحُكْمُ الَّذِىْ سَبَقَ فِىْ خُطْبَةِ الْمَوْلِدِ الْمُنِيْفِ -

ঘটনা আলোচনা করিয়া থাকে। (১৫) উহার হুকুম পূর্ব খোৎবার মিলাদ

(١٦) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٧) لَتَرْكَبُنَّ

শরীফ সম্পর্কে যে হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে ঠিক তদ্রূপ। (১৬) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ০

করেন ঃ) তোমাদিগকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পৌঁছিতে হইবে।

الخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ وَالْاَرْبَعُوْنَ فِى اَعْمَالِ شَعْبَان

খোৎবা—৪৩

শা'বান মাসের আমল সম্পর্কে

(শা'বান চাঁদের পূর্ববর্তী জুমুআয় পড়িবেন)

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَدَّرَ الْاَرْزَاقَ وَالْاٰجَالَ - (٢) وَاَمَرَ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি রিয্ক ও মৃত্যুকাল

بِذِكْرِهٖ وَطَاعَتِهٖ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ - (٣) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ

নির্ধারিত করিয়াছেন। (২) এবং যিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার যিক্র ও এবাদতের

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - (٤) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

নির্দেশ দিয়াছেন। (৩) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৪) আমি

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ - (৫) صَلَّى

আরও সাক্ষ্য দিতেছি উত্তম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রধান হযরত মুহম্মদ (দঃ)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ خَيْرِ اَصْحَابٍ وَّاٰلٍ - وَسَلَّمَ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিজন ও শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণের উপর রহমত নাযিল করুন। অশেষ

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ شَهْرُ شَعْبَانَ -

শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৬) অতঃপর (শুনুন) শা'বান মাস নিকটে

اَلَّذِىْ هُوَ مُقَدِّمَةُ رَمَضَانَ - (৭) لَهٗ بَرَكَاتٌ وَّفَضَائِلُ -

আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা পবিত্র রমযানের সূচনা। (৭) এই মাসের অনেক

وَيَتَعَلَّقُ بِهٖ بَعْضُ الْمَسَائِلِ - فَاسْمَعُوْهَا - وَعُوْهَا - (৮) قَالَ

বরকত ও ফযীলত আছে এবং ইহার সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলাও আছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ

উহা শুনুন এবং স্মরণ রাখুন। (৮) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা

لِرَمَضَانَ - (৯) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ

রমযানের জন্য শা'বানের চাঁদের হিসাব রাখিও। (৯) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) শা'বান

مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهٖ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

মাসের প্রতি এরূপ লক্ষ্য রাখিতেন যে, অন্য কোন মাসের প্রতি তদ্রূপ রাখিতেন না। (১০) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন : তোমাদের কেহ যেন

(৮) তিরমিযী। (৯) আবু দাউদ। (১০) বোখারী, মোসলেম।

لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا

রমযানের এক দিন বা দুই দিন পূর্ব হইতে রোযা না রাখে। হাঁ, তবে যে ব্যক্তি

اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

(সপ্তাহ বা মাসের) নির্দিষ্ট কোনও দিনে রোযা রাখিতে অভ্যস্ত সে (অভ্যস্ত

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِىْ (১১)

দিন হিসাবে) ঐ দিনের রোযা রাখিতে পারে। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ১৫ই

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ بَنِىْ اٰدَمَ

শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে এরশাদ করেন : এই বৎসর যত আদম-সন্তান জন্মলাভ

فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ - وَفِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ

করিবে এবং যাহারা এই বৎসর মারা যাইবে, এই রাত্রে তাহাদের সংখ্যা

فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنْزَلُ اَرْزَاقُهُمْ

লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাত্রেই (মানুষের সমস্ত বৎসরের) আ'মল

اَلْحَدِيْثَ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كَانَتْ (১২)

উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তাহাদের রিয্‌ক নাযিল করা হয়। (১২) রাসূলে

لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ

পাক এরশাদ করেন : ১৫ই শা'বানের রাত্রি জাগরণ করিও এবং ঐ দিন

اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

রোযা রাখিও। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এই রাত্রে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম

(১১) বায়হাক্বী। (১২) ইবনে-মাজা।

فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهٗ - اَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهٗ -

আসমানে তশরীফ আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি বলিতে থাকেন : কে আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিব। কে আছ রিয্‌ক

اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهٗ - اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ -

প্রার্থী? আমি তাহাকে রিয্‌ক প্রদান করিব। কে আছ বিপদগ্রস্ত? আমি তাহাকে বিপদ মুক্ত করিয়া দিব। এইরূপে অন্যান্য বিষয়েরও প্রার্থনার

(১৩) وَقَالَ صَاحِبُ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ - وَمِنَ الْبِدَعِ الشَّنِيْعَةِ

আহ্বান করেন। এইভাবে ফজর পর্যন্ত বলিতে থাকেন। (১৩) "মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ" প্রণেতা (শাহ্ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্‌লবী) বলেন : হিন্দুস্থানের

مَا تَعَارَفَ النَّاسُ فِىْ اَكْثَرِ بِلَادِ الْهِنْدِ مِنْ اِيْقَادِ السُّرُجِ

অধিকাংশ শহরের লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলি প্রথা প্রচলিত আছে,

وَوَضْعِهَا عَلَى الْبُيُوْتِ وَالْجُدْرَانِ - وَتَفَاخُرِهِمْ بِذٰلِكَ

যাহা খুবই জঘন্য বেদআৎ। যেমন, শবে-বরাতে বাতি জ্বালাইয়া উহা ঘরের

وَاجْتِمَاعُهُمْ لِلَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِالنَّارِ وَاِحْرَاقِ الْكِبْرِيْتِ -

দরজায় ও দেয়ালের উপর রাখা এবং উহা দ্বারা আত্মগৌরব করা, আর দলবদ্ধ

عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ وَهُوَ الظَّنُّ الْغَالِبُ اتِّخَاذًا مِّنْ رُّسُوْمِ

হইয়া আগুন এবং পটকা লইয়া নানাপ্রকার খেলাধুলায় লিপ্ত হওয়া।

الْهُنُوْدِ فِىْ اِيْقَادِ السُّرُجِ لِلدِّوَالِىْ - (১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

সম্ভবতঃ ইহা হিন্দুদের দেওয়ালী-উৎসবে বাতি জ্বালানোর প্রথা হইতে লওয়া

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৫) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا

হইয়াছে। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন :) নিশ্চয় আমি কোরআন শরীফ এক

كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ اَمْرًا مِّنْ

বরকতপূর্ণ রাত্রে অবতীর্ণ করিয়াছি। নিশ্চয় আমি সংবাদ দাতা ও পরিজ্ঞাপক।

عِنْدِنَا - اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ০

এই রাত্রে আমারই আদেশে হেকমতপূর্ণ বিষয়সমূহের সমাধান করা হয়। নিশ্চয় আমিই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি।

الخطبة الرابعة وَالاربعون فى فضائل رَمَضَان

খোৎবা—৪৪

রমযানের ফযীলত সম্পর্কে

(রমজানের চাঁদ উঠিবার পূর্ববর্তী জুমুআয় পড়িবেন)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْظَمَ عَلٰى عِبَادِهِ الْمِنَّةَ - بِمَا دَفَعَ

১। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি তাঁহার বান্দাদের

عَنْهُمْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَفَنَّهُ - وَرَدَّ اَمَلَهُ وَخَيَّبَ ظَنَّهُ -

হইতে শয়তানের ধোকাবাজী ও চাতুরী দূর করত তাহাদের প্রতি বড়ই এহ্‌ছান করিয়াছেন। আর তাহার দুরাশাকে বিনাশ করিয়াছেন এবং তাহার

اِذْ جَعَلَ الصَّوْمَ حِصْنًا لِّاَوْلِيَائِهِ وَجُنَّةً - وَفَتَحَ لَهُمْ بِهِ

কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের (গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার) উদ্দেশ্যে রোযাকে মজবুত দুর্গ ও ঢাল বানাইয়া

اَبْوَابَ الْجَنَّةِ - (২) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

দিয়াছেন এবং রোযার বরকতে তিনি তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান্ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ

لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৩) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৩) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি,

قَائِدُ الْخَلْقِ وَمُمَهِّدُ السُّنَّةِ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। তিনি সৃষ্ট জগতের সরদার ও মহান্ আদর্শের প্রবর্তক। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ ذَوِى الْاَبْصَارِ الثَّاقِبَةِ وَالْعُقُوْلِ الْمُرْجَحِنَّةِ -

ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَانَ رَمَضَانُ -

রহমত বর্ষণ করুন। অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৫) অতঃপর (অবগত হউন) পবিত্র রমযান মাস নিকটবর্তী হইয়াছে।

اَلَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ - هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

এই মাসেই কোরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে—যাহা মানুষের পথ প্রদর্শক

مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - (৬) فَاسْتَقْبِلُوْهُ بِالشَّوْقِ وَالْهِيَمَانِ -

আর ইহার মধ্যে হেদায়ত এবং হক্ক-বাতেলে পার্থক্যের স্পষ্ট দলীল রহিয়াছে। (৬) সুতরাং এই পবিত্র মাসকে অতি আগ্রহ ও উদগ্রীব সহকারে

وَاَصْغُوْا اِلٰى مَا رَوٰى فِيْهِ سَلْمَانُ - (৭) قَالَ خَطَبَنَا

অভ্যর্থনা করুন এবং এই মাস সম্পর্কে হযরত সালমান (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ

মন দিয়া শুনুন— (৭) তিনি বলেনঃ একদা শা'বান মাসের শেষ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে খোৎবা প্রদান পূর্বক এরশাদ করিলেনঃ হে,

شَعْبَانَ - قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ

লোকসকল। তোমাদের সম্মুখে একটি মহান মুবারক মাস আগমন করিতেছে।

شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ - جَعَلَ

এই মাসে এমন একটি রাত আছে যাহা হাজার মাস হইতেও উত্তম।

اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا - مَنْ تَقَرَّبَ

আল্লাহ্ পাক এইমাসে রোযা ফরয করিয়া দিয়াছেন এবং উহার রাত্রিতে

فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ -

তারাবীহ নামায সুন্নত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহ্র নৈকট্য

وَمَنْ اَدّٰى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا

লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করিবে সে অন্য মাসের ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরয আদায় করিবে সে অন্য

سِوَاهُ - (৮) وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ -

মাসে ৭০টি ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। (৮) এই মাস ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের পুরস্কার একমাত্র বেহেশ্ত এবং ইহা পারস্পরিক সমবেদনা জ্ঞাপনের মাস।

وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ - (৯) مَنْ

এই মাসে মুমিন বান্দার রিয্ক বৃদ্ধি করা হয়। (৯) যে ব্যক্তি এই মাসে কোনও

فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ

রোযাদারকে ইফতার করাইবে তাহার যাবতীয় (ছগীরা) গোনাহ মা'ফ হইবে

النَّارِ - وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ

এবং দোযখের আগুন হইতে সে নাজাত পাইবে। আর সে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব পাইবে কিন্তু উহাতে এই ব্যক্তির রোযার সওয়াব মোটেই কম হইবে না।

شَيْءٌ - (١٠) قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ

(১০) আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে সকলের তো

بِهِ الصَّائِمَ - (١١) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

রোযাদারকে ইফতার করাইবার সামর্থ্য নাই। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জবাবে

وَسَلَّمَ يُعْطِي اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةٍ

বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনও রোযাদারকে এক ঢোক দুধ কিংবা একটি খেজুর

لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ - (١٢) وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا

অথবা একটু পানিও পান করাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উক্তরূপ সওয়াব দান করিবেন। (১২) আর যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে তৃপ্তির সহিত আহার

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ -

করাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আমার হাউযে কওসরের এমন পানি পান করাইবেন যে, বেহেশতে প্রবেশ পর্যন্ত সে আর পিপাসা অনুভব করিবে না।

(١٣) وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَّاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ

(১৩) উহা এ মাস যাহার প্রথমভাগে রহিয়াছে রহমত, মধ্যভাগে গোনাহ

مِّنَ النَّارِ - وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ

মা'ফ এবং শেষভাগে দোযখ হইতে নাজাত। যে ব্যক্তি এই মাসে ক্রীত দাস-দাসীদের কাজের বোঝা হাল্‌কা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গোনাহ্‌সমূহ

وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

মা'ফ করিয়া দেন এবং তাহাকে দোযখ হইতে মুক্তি প্রদান করেন। (১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি।

(১৫) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

(১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ٥

রোযা ফরয করাহইয়াছে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হইয়াছিল, যেন তোমরা পরহেযগার হইয়া যাও।

الخطبة الخامسة والاربعون فى الصيام

খোৎবা—৪৫

রোযা সম্পর্কে

(রমযানের প্রথম জুমুআয় পড়িবেন)

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى سَبِيْلِ الْهِدَايَةِ

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য—যিনি আমাদিগকে

وَالْعِرْفَانِ - وَجَعَلَنَا مِنْ اَهْلِ الاِسْلَامِ وَالْاِيْقَانِ -

হেদায়ত ও মারেফাতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে

(২) نَحْمَدُهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَلٰٓى اَنْ اَظَلَّنَا شَهْرٌ عَظِيْمٌ

মুসলমান ও ঈমানদার বানাইয়াছেন। (২) আমরা তাঁহার তা'রীফ ও পবিত্রতা

يُسَمّٰى رَمَضَانَ - (৩) تَرْمَضُ فِيْهِ الذُّنُوْبُ - (৪) وَتُكْشَفُ فِيْهِ

বর্ণনা করি। কারণ রমযান নামক মহা মাস আমাদের উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছে (৩) এই মাসে যাবতীয় গোনাহ্ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। (৪) এবং সমস্ত

الْكُرُوْبُ - (৫) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

বালা-মুছীবত দূরীভূত হয়। (৫) আমরা অন্তরে ও মুখে সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্

شَهَادَةً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ - (৬) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমরা আরও সাক্ষ্য দেই আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ عَرَّفَنَا مَايُدْخِلُنَا الْجِنَانَ - (৭) صَلَّى

মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি আমাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশের

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَكْمَلِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ - وَسَلَّمَ

পথ বাতাইয়া দিয়াছেন। (৭) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার সর্বাধিক কামেল ঈমানদার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবীদের উপর অশেষ রহমত ও

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৮) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ دَّخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ - فَخُذُوْا

শান্তি নাযিল করুন। (৮) অতঃপর (শুনুন) রমযান মাস আসিয়াছে।

بَرَكَاتِهٖ بِالطَّاعَاتِ وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الْعِصْيَانِ - كَمَا حَضَّنَا

আপনারা এবাদতের দ্বারা এবং সর্বপ্রকার গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া

عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَا لَا يَتَنَاهٰى

এই মাসের বরকত হাছিল করুন। যেভাবে রাসূলে-মাকবূল ছাল্লাল্লাহু

مِنَ الزَّمَانِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كَانَ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অশেষ প্রেরণা দান করিয়াছেন। (৯) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি

(৮) তিরমিযী, ইবনে-মাজা, আহ্‌মদ। (৯) বোখারী, মোসলেম।

اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ -

আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন শয়তান ও অবাধ্য জ্বিনসমূহকে কয়েদ করিয়া রাখা

وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَّفُتِحَتْ اَبْوَابُ

হয়। দোযখের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহার একটি দরজাও

الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ - وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَابَاغِىَ الْخَيْرِ

আর খোলা থাকে না। আর বেহেশ্‌তের দরজাগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। উহার একটি দরজাও বন্ধ থাকে না। ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন ঃ

اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ - وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ - وَذٰلِكَ

হে নেকী অন্বেষণকারী! সামনে অগ্রসর হও, আর হে পাপান্বেষী! সংযত হও। আর আল্লাহ্ তা'আলা বহু লোককে দোযখ হইতে নাজাত দেন।

كُلَّ لَيْلَةٍ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ

এভাবে রমযানের প্রত্যেক রাত্রেই ঘোষণা হইতে থাকে। (১০) রাসূলে-খোদা (দঃ)

اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ -

এরশাদ করেন, (এই মাসে) বনী-আদমের প্রতিটি নেককাজের ছওয়াব দশ

(١١) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (কিন্তু) (১১) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ রোযার বেলায় তাহা নহে। কারণ, একমাত্র আমারই উদ্দেশ্যে

يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ - (١٢) لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

সে রোযা রাখিয়া তাহার প্রবৃত্তি দমন করিয়াছে এবং পানাহার ত্যাগ করিয়াছে। তাই উহার পুরস্কার আমি নিজেই (যত ইচ্ছা) দান করিব। (১২) রোযাদারের

فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ - (১৩) وَلَخُلُوْفُ فَمِ

জন্য দুইটি খুশি। প্রথম খুশি—ইফতারের সময়, দ্বিতীয় খুশি—আল্লাহ্ তা'আলার

الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ -

দীদার লাভের সময়। (১৩) আর রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মেশ্‌ক আম্বরের ঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় এবং রোযা ঢাল স্বরূপ।

(১৪) وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ -

(১৪) তোমাদের মধ্যে কেহ রোযা রাখিলে তাহার উচিত গালি-গালাজ হইতে

فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ -

বিরত থাকা ও চিৎকার করিয়া কথা না বলা। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় অথবা তাহার সহিত কেহ ঝগড়া করিতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি একজন

(১৫) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৬) فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ

রোযাদার ব্যক্তি। (১৫) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) এখন তোমরা তাহাদের (অর্থাৎ,

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - (১৭) وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ

বিবিদের) সহিত যৌন-সহবাস করিতে পার এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাহা তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অন্বেষণ কর।

لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص

(১৭) আর রাত্রির কাল রেখা দূরীভূত হইয়া ফজরের সাদা রেখা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ط

পানাহার করিতে পার। অতঃপর রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।